মানবাধিকার তথ্যসংকলন

(প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনসমূহের জন্য)

A Handbook on Human Rights

(For the Persons with disabilities and their groups)

Commonwealth Foundation

TURNING POINT

মানবাধিকার তথ্যসংকলন

(প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনসমূহের জন্য)

A Handbook on Human Rights

(For the Persons with disabilities and their groups)

সংস্করণ ৪.০

(Version 4.0)

সহযোগিতায়

(Supported by)

Commonwealth Foundation

কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন

www.commonwealthfoundation.com

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে

(Planned and implemented by)

TURNING POINT

টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন

১৭/বি মনিপুরীপাড়া (২য় তলা), সংসদ অ্যাভিনিউ, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

মোবাইল: +৮৮ ০১৭৮৬১০০৯০০, ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৪৫১৫১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯১৪৫০৫৫

ইমেইল: info@turningpointbd.org; turningpointbd@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.turningpointbd.org

TURNING POINT

বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা ও সকলের অংশগ্রহণ, তবেই সম্ভব টেকসই উন্নয়ন
Striving for Diversity, Equity & Inclusion for Sustainable Development

প্রকাশনায় : টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন
১৭/বি মনিপুরীপাড়া (২য় তলা), সংসদ অ্যাভিনিউ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৮৬১০০৯০০
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৪৫১৫১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯১৪৫০৫৫
ইমেইল: info@turningpointbd.org; turningpointbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.turningpointbd.org

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ২০১৭
তৃতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৭
চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ২০১৭

রচনা ও সংকলন : অলিভিয়া রড্রিক্স
লিসি দেশাই
প্রতীক জন রোজারিও
অমিত রিচার্ড রোজারিও

সম্পাদনা : জীবন উইলিয়াম গমেজ

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ : টার্নিংপয়েন্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং টিম

'জ্ঞান বিনিময় হোক উন্মুক্ত, বিকাশ হোক বাধাহীন'
'Knowledge sharing be open and development without barriers'

- আমাদের তথ্য সংকলন এই প্রচারণারই অংশ
- Our handbook is the part of the Campaign

এটি ডাউনলোড করা যাবে নিচের ওয়েবসাইট থেকে **(You can download it from the following website)**

www.turningpointbd.org

কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন *-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকাশিত*
(This publication is a part of a project financed by ***Commonwealth Foundation****)*

Commonwealth Foundation

TURNING POINT

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ও ধারণা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

দয়া করুণা থেকে অধিকারের পথে... যেতে হবে বহুদূর ৪

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একীভূতকরণ ও ডিপিও আন্দোলনের তুলনা ৯

তৃতীয় অধ্যায়

অধিকার ও মানবাধিকার ১১

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৪

মানবাধিকারের বিশেষত্ব ও পরিধি ১৫

চতুর্থ অধ্যায়

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান ১৮

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ....৩৮

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ ....৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ ....৬৮

সহায়ক তথ্যপঞ্জি ৭৯

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ও ধারণাসমূহ

(Important definitions and concepts related to disability and human rights)

১.১ প্রতিবন্ধিতা (Disability)

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে, যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আত্মসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে।'

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যেকোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধ্যার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিবন্ধিতার বর্ণনা করেছে

Impairment (অঙ্গহানী, অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ততা কিংবা শারীরিক/বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতা): ব্যক্তির **শারীরিক বা বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতা;** কোন **অঙ্গহানী** বা **অঙ্গের দুর্বলতা বা কর্ম ক্ষমতা না থাকা**_- যার কারণে ব্যক্তি কোন কোন কাজ করতে পারে না- তাহলে তার ঐ অঙ্গ হীনতা বা অঙ্গের অকার্যকারিতা কিংবা শারীরিক/বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধ অবস্থাকে ইংরেজিতে Impairment বলা হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েছেন কিংবা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন; তাহলে তার পা হারানো বা চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানোটাই হচ্ছে তার Impairment।

Disability (প্রতিবন্ধিতা): Impairment অর্থাৎ ব্যক্তির অঙ্গহানী, অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ততা, শারীরিক বা বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতার **ফলে** অন্যদের মতো তার সম্ভাবনা, মেধায় এবং যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে বাধাগ্রস্ত হয়; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির এই অবস্থাকে প্রতিবন্ধিতা (Disability) বলা হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় বা রোগাক্রান্ত হয়ে একটি পা হারানোর ফলে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন না; তাঁকে ক্রাচ বা লাঠি ব্যবহার করে চলতে হয়; তাহলে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে সক্ষম না হওয়াটাই তার প্রতিবন্ধিতা।

Handicap (প্রতিবন্ধকতা/বাধা): প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবন যাপনে **বাইরের পরিবেশ ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা** -এর সম্মুখীন হন। এই পরিবেশগত বাধা ও সীমাবদ্ধতাগুলোকে Handicap বলা হয়েছে। ব্যক্তি বয়স, যোগ্যতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, নারী-পুরুষের সম অধিকারসহ সব ধরনের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হন, নাগরিক জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রও বৈষম্যের শিকার হন- তাহলে এর সবই ব্যক্তির জন্য Handicap বা প্রতিবন্ধকতা। যেমন, এক জন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী সাধারণ সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করতে পারে না; তাহলে ঐ সিঁড়ি বা এর অবকাঠামো ঐ ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধা।

মূলত শারীরিক, অঙ্গগত, বুদ্ধি-বৃত্তিক বা আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে যাদের পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও সুষ্ঠুভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনে নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির এই অবস্থাকে প্রতিবন্ধিতা বলা হয়। 'প্রতিবন্ধিতা' ব্যক্তির কোন অসুস্থতা কিংবা রোগ নয়; এটি একটি অবস্থা মাত্র।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অঙ্গহানী বা ক্ষতিগ্রস্ততা কিংবা শারীরিক কার্যগত সীমাবদ্ধতা (Impairment)- এর কারণে ব্যক্তির একটি বিশেষ অবস্থা অর্থাৎ প্রতিবন্ধিতা (Disability) হয়েছে এবং এর ফলে তিনি অন্যদের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপনে পরিবেশগত বাধা বা প্রতিবন্ধকতা (Handicap)-এর সম্মুখীন হচ্ছেন।

১.২ প্রতিবন্ধিতার ধরন (Type of disability)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ ভাগ করা হয়েছে:

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders)
(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability)
(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability)
(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (visual disability)
(ঙ) বাক প্রতিবন্ধিতা (speech disability)

(চ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (intellectual disability)
(ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (hearing disability)
(জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindedness)
(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy)
(ঞ) ডাউন সিনড্রোম (down syndrome)
(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability) এবং
(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability)

১.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন পন্থা (Models)

১.৩.১ দয়া বা করুণা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Charity Approach)

প্রকৃতপক্ষে প্রতিবন্ধী মানুষ বেঁচে থাকে অপর মানুষের দয়া বা করুণার ভিত্তিতে। অর্থ্যাৎ সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দয়া বা করুণা হতে প্রতিবন্ধী মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু অর্থ দান করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিবন্ধী মানুষকে অক্ষম ও পাপের ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা তাদের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হয় না। প্রতিবন্ধী মানুষ যাতে কোন রকম বেঁচে থাকতে পারে, অর্থাৎ তার বেঁচে থাকার ন্যুনতম খাবারের জন্য অর্থ প্রদান করা। মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিবন্ধী মানুষের সকল উন্নয়নই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে থেকে পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে (church) কয়েক শতাব্দী ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকটি দেশে চার্চ, রাজা, ভূমিসামান্ত বা উচ্চবৃত্ত শ্রেণীর নিজের পরিবারের প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি দয়া বশত শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়।

১.২.২ মেডিক্যাল মডেল (Medical Model)

মেডিক্যাল মডেলে প্রতিবন্ধিতাকে দেখা হয় এক ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় বা সমস্যা হিসেবে এবং এই মনোভাব সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অসহায় মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। যেহেতু এই মডেলে প্রতিবন্ধিতাকে দেখা হয় একটি স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সমস্যা, সেজন্য প্রতিবন্ধিতার সমাধান খোঁজা হয় ব্যক্তির মেরামত বা চিকিৎসা বা বিশেষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে। প্রতিবন্ধী মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সমস্যা আছে সেটার সমাধান করলেই তাদের কোন সমস্যা থাকবে না। যেহেতু প্রতিবন্ধী মানুষরা অসহায়, তাদেরকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১.২.৩ কল্যাণ মডেল (Wellfare Model)

এ মডেলের চিন্তা ধারায়ও মনে করা হয় যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে অসহায় সেজন্য তাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করলে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন করা এবং তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানোর উপর আলোকপাত করা হয় না। বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। যেহেতু প্রতিবন্ধী মানুষরা অসহায়, তাদেরকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১.২.৪ অর্থনৈতিক মডেল (Economical Model)

এ মডেলের চিন্তা ধারায় মনে করা হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। সেজন্য তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করলেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লাভজনক প্রকল্প প্রদান করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

১.২.৫ সামাজিক মডেল (Social Model)

এ মডেলের চিন্তা ধারায় মনে করা হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মানুষেরা সমাজেরই অংশ। সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রতিবন্ধী মানুষের সমস্যা শুধুমাত্র তার শারীরিক সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সমাজে একজন মানুষ প্রতিবন্ধিতাকে কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে এবং তার সাথে কী আচরণ করে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুতরাং প্রতিবন্ধিতার সাথে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত বিষয় জড়িত। এই মডেলের অন্যতম প্রধান বক্তব্য হলো একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে সহায়ক উপকরণ দেয়ার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা সমাজকে বদলানো। অর্থাৎ সমাজেকে প্রতিবন্ধী বান্ধব সমাজে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী মানুষদের সকল বাধা সরিয়ে তাদের জন্য সমাজের অন্য সবার মতো স্বাভাবিক জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।

সমাজকে, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়মনীতি প্রতিবন্ধী বান্ধব না করে শুধুমাত্র পুনর্বাসন কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাফেরা সুগম করার জন্য কিছু সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পর্বত প্রমাণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধান হবে না।

১.২.৬ অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি (Rights Based Approach)

বর্তমানে অধিকার ভিত্তিক আলোচনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই প্রক্রিয়া উন্নয়ন সংস্থা ও সরকার এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। কেউ কেউ আবার এতে সংশয়ও প্রকাশ করেন। তারা বলেন যে, সংস্থাগুলো তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস পরিবর্তন না করেই এটি ব্যবহার করছে। অধিকার কেন্দ্রিক প্রক্রিয়াই যথাযথ কাজ, কর্তৃত্ব ও জবাবদিহিতার পথ উন্মুক্ত করতে পারে। এই প্রক্রিয়া মানবাধিকারকে কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করাকে বুঝায়, যাতে তথ্য ও যোগযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় ও প্রচারিত হয়। এর জন্য গুরুত্ব দিতে হবে:

– বৈষম্য পরিহার, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, কতিপয় অসুস্থতা নিয়ে কুসংস্কার/অন্ধবিশ্বাস এবং সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকা;
– মানুষের মানবিক মর্যাদা রক্ষা;
– সবার মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

১.৪ অভিগম্যতা/প্রবেশগম্যতা (Accessibility)

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও উৎপাদনমূলক যে কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সুবিধাভোগ করার অধিকার ও সংস্থান হলো প্রবেশযোগ্যতা (Accessibility)। বর্তমানে প্রতিবন্ধিতাসহ সকল ক্ষেত্রে এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে Accessibility'র মাত্রা দিয়েই সমাজে মানুষের অবস্থা কতটুকু অনুকূল তা পরিমাপ করা যায়। এটি যে কোন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের একটি মাপকাঠি বলা যায়। সকল ক্ষেত্রে, সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের Accessibility অভাবে তারা পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

১.৪ অংশগ্রহণ (Participation)

এর অর্থ যে কোন বিষয় বা কাজের ভাগ নেওয়া। আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করা। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, অংশগ্রহণ সক্রিয় বা গুণগত হতে পারে, আবার নিষ্ক্রিয় বা সংখ্যাগত হতে পারে। এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। অনেকে অংশগ্রহণের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন: ১. নীতি নির্ধারণী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর; ২. ব্যবস্থাপনা স্তর; ৩. বাস্তবায়নের স্তর। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া তাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

১.৫ ক্ষমতায়ন (Empowerment)

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ন্যাস্ত করা; যাতে তারা নিজেদের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১.৬ জেন্ডার ও সেক্স (Gender & Sex)

উন্নয়ন ধারণায় জেন্ডার এবং সেক্সের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অ্যান ওকলে এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক ধারণাগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এই পার্থক্য অনুযায়ী সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য সূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য শারীরবৃত্তিকভাবে নির্ধারিত। ফলে তা অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক, যা সমাজ কর্তৃক আরোপিত। সমাজই এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক বা ভূমিকা পরিবর্তনীয়। সাম্প্রতিককালে জেন্ডার শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতার সাথে জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীদের জীবনকে সবচেয়ে শোচনীয় করে তুলেছে। তাই প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি এ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দয়া ও করুণা থেকে অধিকারের পথে... যেতে হবে বহুদূর!

(From charity to rights: A long way yet to go!)

শুরুর কথা: আদিম যুগে প্রতিবন্ধী মানুষের নির্মম জীবন যাপন

প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর অগ্রযাত্রা এক সংগ্রামময় জীবনের পথ ধরে! আদিমযুগে তাদের বেঁচে থাকাই ছিল দুঃসহ। আদিম মানুষেরা বন-জঙ্গলে খাবার ও ফলমূলের সন্ধানে বের হলে পাহারায় রেখে যেত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের; আর খাবারের উচ্ছিষ্ট এঁটোকাটাই তাদের জুটত! প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন অভিশপ্ত ধরে নিয়েই মানব সভ্যতার শুরু হয়। আদিমযুগের প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর অবস্থা খুব একটা জানা যায় না। তবে অনেক পরে পাশ্চাত্যের শিক্ষার ইতিহাসে স্পার্টাতে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দেশ রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম বলে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকেই স্বীকার করা হয়নি। তাই শিশু প্রতিবন্ধী হলে হত্যা করা হতো আর মেয়ে শিশুদের ভবিষ্যতে মিলিটারিদের ব্যবহারের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হতো।

গ্রীসে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকরাও তত্ত্বগতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেরে ফেলাকে মেনে নিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩৫৫ বছর আগে দার্শনিক অ্যারিস্টটল লিখেছিলেন, "যেসব মানুষ বধির, তারা মূকও; অর্থাৎ মুখ দিয়ে তারা শুধু শব্দই করতে পারে, কিন্তু কথা বলতে পারে না... তাই এমন এক আইন করা হোক যে, অপূর্ণতা নিয়ে কিছুই বেড়ে উঠতে পারবে না।" (Men that are deaf are also speechless; that is, they can make vocal sounds but they cannot speak... Let it be a law that nothing imperfect should be brought up)। সম্ভবত অ্যারিস্টটলের এই উক্তিতে উৎসাহিত হয়ে স্পার্টানরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হত্যা করা উচিত বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে মেনে নিয়েছিল।

দার্শনিক মতবাদ-এর ভাববাদে এক জন প্রতিবন্ধী শিশু, শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়নি; বিবেচিত হয়েছে শুধু প্রতিবন্ধী ও অভিশপ্ত হিসেবে; যে সমাজে অন্যের দয়া ও করুণার দানের উপর বেঁচে থাকবে জীবন্মৃত হিসেবে এবং সৃষ্টিকর্তার আরাধনার মাধ্যমে পূর্বজন্মের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত(?) করে যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের অত্যন্ত নির্দয় মনোভাব ছিল। ল্যাসিডামোনিয়াতে প্রতিবন্ধী শিশুদের গভীর খাদে ছুড়ে দিয়ে হত্যা করা হতো। রোমে ও গ্রীকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের এক বিশেষ ধরনের ঝুড়ির মধ্যে রেখে অত্যন্ত নির্মমভাবে উপরে দিকে ছুড়ে দেওয়া হতো। এরপরও যে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে বেঁচে যেত তারা ভিক্ষা করত আর মেয়েরা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হতো। চীনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের নদীতে ছুড়ে ফেলে হত্যা করা হতো। পশ্চিম আফ্রিকাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে কলাগাছের নিচে এখনও ফেল রাখা হয়। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, যাতে শয়তান বা খারাপ আত্মা শিশুটিকে নিয়ে যায়। ফ্রান্সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করার আইন যেমন রয়েছে; তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মাতৃগর্ভে সন্তান প্রতিবন্ধী ধরা পড়লে যে কোন সময়ে তার গর্ভপাতের আইনও আছে! ভারতীয় সংস্কৃতিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে অন্ধদের ভিক্ষা দান ও দয়া করার মধ্য দিয়ে। এখনও অনেক দেশে নাটক, সিনেমা ও যাত্রাগুলোতে ভিলেন বা অসামাজিক চরিত্রের ব্যক্তিরা চোখে ঠুলি ব্যবহার করে কিংবা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে হাঁটে। এতেই বোঝা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের মনোভাব বাস্তবে কেমন!

নির্মমতা থেকে করুণার পথে...

এরপর ভাববাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা নিয়েই আবির্ভূত হলো প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতিবাদ প্রথমে এক প্রতিবন্ধী শিশুকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করে; শিশু হিসেবে তার আগ্রহ, চাহিদা, আবেগ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে তার শিক্ষার কথা চিন্তা করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি দয়া বা করুণা করার কথাই বার বার সাহিত্য, পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রমকে 'দয়ার কাজ' (charity) এবং অনেক পরে কল্যাণমূলক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মাত্র গত দুই দশক থেকে এটি উন্নয়নমূলক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে এবং সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাহিদা-ভিত্তিক চিন্তাধারার পরিবর্তে অধিকার ভিত্তিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এতদিন মনে করা হতো যে প্রতিবন্ধিতা অর্থ কারও মধ্যে কোন শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি থাকা। সে অর্থে প্রতিবন্ধিতার মধ্যে রয়েছে দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণহীনতা, শারীরিক বিকলাঙ্গতা; মানসিক সীমাবদ্ধতা যেমন, ডাউনসিন্ড্রম, অটিজম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অক্ষম ও একটি সমস্যা; তাদের দয়া, সেবা, করুণা ও চিকিৎসার প্রয়োজন। এই মনোভাবের ফলে বহু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখনও চরম বঞ্চনা ও দরিদ্রতার শিকার! এখানে প্রতিবন্ধিতাকে যেহেতু সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; তাই তার সমাধানও ছেড়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী পেশাদার ব্যক্তিদের উপরে চিকিৎসা, পুনর্বাসন কিংবা লালন-পালনের জন্যে।

করুণা থেকে অধিকার পথে...

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত আন্দোলনের ফলে প্রতিবন্ধিতার প্রতি চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের অঙ্গহীনতা কিংবা শারীরিক বা বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত নয়, বরং সমাজের নেতিবাচক মনোভাব; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বাধা তাদের জীবনের উপর নানা সীমাবদ্ধতা ও বঞ্চনা চাপিয়ে দিয়েছে। এছাড়া প্রচলিত নীতিমালা, আইন এবং ব্যবহার অনুপযোগী অবকাঠামো তাদের জন্য বড় বাধা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিকলাঙ্গতা কিংবা অস্বাভাবিকতা জীবনেরই স্বাভাবিক অংশ; কিন্তু নানা বৈষম্য ও বঞ্চনার ফল হলো তার প্রতিবন্ধিতা। তাই চিকিৎসাসেবা ও বিশেষ চাহিদার পরিবর্তে উন্নয়ন ও সামাজিক মুলধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরণে কথা স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে অন্যদের দয়া বা সাহায্যের জন্য পরনির্ভর না হয়ে নিজেই নিজের জীবনের অধিকর্তা হতে হবে। এটি স্বীকৃত যে দৈহিক বা বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতায় নয়; বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অক্ষমতা সমাজেই প্রোথিত। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আগে যা অসম্ভব মনে করা হতো, এখন তার অধিকাংশই সম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। সমাজের চিন্তাধারার এই ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের দাবি, সকল ধরনের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের মুলে তাদের অধিকারকে স্থান দিতে হবে। এর ফলে প্রতিবন্ধিতা বিষয়গুলোতে অন্তর্ভূক্ত করে সকলের জন্য সমন্বিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণীত হতে শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা বিশেষ চাহিদা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সমন্বিত শিক্ষা হয়ে বর্তমানে একীভূত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সমন্বিত শিক্ষা এবং অতঃপর একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৯৪ সালে সালমানাকা ঘোষণার মাধ্যমে যেখানে বলা হয় যে, সকল ধরনের শিশু - প্রতিবন্ধী কিংবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সকলকে বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

অধিকার থেকে বাস্তব ও কার্যকরী অংশগ্রহণের পথে... এখনও অনেক পথ চলা বাকি!

সামাজিক চিন্তা চেতনার এই পরিবর্তনের পরও মনে হয়, আমাদের গন্তব্য এখনও অনেক দূর! যে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যত দূর সম্ভব নিজেকে গড়ে তোলার। তার অবস্থা, আগ্রহ, চাহিদা ও লক্ষ্য অনুসারে সমাজের সকল পর্যায় থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও বিকাশ গুটিকয়েক কর্মপ্রণালী বা কাজের ধরন (approach) ও প্রকল্প (project) এর মধ্যে আটকে রয়েছে। প্রকল্প বা কর্ম-পরিকল্পনার যতটুকু সমর্থন করে উদ্দিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ততটুকুই করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গৃহীত অনেক প্রকল্পের খুব সামান্য অংশই তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছায়; সিংহভাগই ভোগ করে থাকে দাতা ও প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা ও তাদের কর্মকর্তাবৃন্দ! শুধু তাই নয়, কোন কোন দাতা বা বড় সংস্থার অতিরিক্ত মোড়লিপনা, নানা রকম নিয়ম-নীতির বেড়াজাল, আর্থিক লেনদেনে অস্বচ্ছতা ও হয়রানির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) গুলোর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে। এমন অনেক দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। মূলত কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর উদ্যোগকে তেমন উৎসাহিত করা হয় না। কখনও কখনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত আন্দোলনকে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি শুধু মাত্র একক প্রতিষ্ঠান নির্ভর। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে না রেখে রাখা হয়েছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে। ফলে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। অথচ রাষ্ট্রের সকল মন্ত্রণালয়েরই নাগরিক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা

নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তনে আইন, নীতিমালা কাগজে কলমে... বাস্তবায়ন হবে কবে?

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এখনও আলাদা চোখে দেখা হয়। তাদের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে না রেখে আলাদা বা বিশেষ কর্মসূচি যেমন, হোম বা আশ্রম, বিশেষ বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিচ্ছিন্ন সামাজিক কর্মসূচি বিবেচনা করা হয়। দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার ও চাহিদাপুরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। এর মূলত তিনটি কারণ: ১) দেশের আইন ও নীতিমালাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক নয়; ২০০১ ও ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করা হলেও থাকলেও তার কোন বাস্তবায়ন নেই; ২) সামাজিক বাধা ও সচেতনতার অভাব; ৩) বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ব্যক্তিদের যথাযথ সমন্বয়ের অভাব। আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবন্ধিতার কারণে যতটুকু সমস্যা বা বাধার সম্মুখীন হই; তার চেয়ে অনেক বেশি নির্মমতার শিকার হই কিছু কিছু আত্মপ্রচারকারী ও ধান্ধাবাজ প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন কর্মী, সমাজের মনোভাব এবং ব্যবহার অনুপোযোগী অবকাঠামো ও পরিবেশের কারণে। **আমাদের জ্ঞান-দক্ষতা-চরিত্রগুণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যতই থাক - চুলচেরা বিশ্লেষণেও আমাদের প্রতিবন্ধিতাকেই সমাজে বড় অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।** যার কারণে লেখাপড়া, কর্মসংস্থান, পরিবার গঠন, নিজেদের অধিকার ভোগ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে আমরা বঞ্চিত। বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ২০১১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫% প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। সে হিসেবে বাংলাদেশে ২ কোটি ৪০ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। অথচ পরিবার থেকে শুরু করে সরকার পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে; রাস্তা-ঘাট-বাড়ি-মার্কেট-বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণে কেউ আমাদের এতগুলো মানুষের কথা ভাবে না! মানুষের হৃদয়ের কঠিন আবরণ, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি উদাসীনতা আমাদের চারপাশে যেন অভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কয়েক শত বেসরকারি ও সরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত। অথচ, এর প্রায় ৯০ ভাগ সংস্থার অবকাঠামো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশ, চলাচল ও ব্যবহার উপযোগী নয়! শুধু দালানকোঠার প্রবেশপথে র‍্যাম্প বা ঢালুপথ স্থাপন করলেই সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রবেশ উপযোগী হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশযোগ্যতা (Accessibility) বলতে বোঝায় প্রবেশ ও চলাচল থেকে শুরু করে সকল ভৌত সুবিধাদি তাদের জন্য অনুকূল হওয়া।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো নিয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এনএফওডবি-ওডি) গঠিত হওয়ার পর ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক একটি জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করে। এরপর আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন কর্মী, সাংবাদিক, আইনবিদ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ ছয় বছর একটানা প্রচারাভিযান (campaign) এর মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করার ফলে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদে 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১' পাস করে এবং ৯ এপ্রিল গেজেট আকারে তা প্রকাশ করে। অথচ, দয়া বা করুণা নয়; অংশগ্রহণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের এত সংগ্রামের পরও সেটি 'প্রতিবন্ধী *কল্যাণ* আইন-২০০১' নামে অভিহিত করা হয়; যেখানে 'উন্নয়ন'কে বাদ দিয়ে 'কল্যাণ' এর প্রকারান্তরে করুণা বা দয়াই স্থান পেয়েছে। যদিও আইনটির শুরুতেই বলা হয়েছে, ***"প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন"।*** উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১-এ এই প্রথম জাতীয়ভাবে প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তিনটি কমিটি যথা ১) সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি, ২) সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি এবং ৩) দেশের ৬৪টি জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা কমিশনার (ডিসি) -এর সভাপতিত্বে জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আইন বাস্তবায়নে কর্মসূচিগুলোকে ১০টি তফসিলে ভাগ করে ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো হলো ক. প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ; খ. প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ; গ. প্রতিবন্ধিতা নিরোধ; ঘ. প্রতিবন্ধীগণের শিক্ষা; ঙ. স্বাস্থ্য সেবা; চ. পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান; ছ. যাতায়াতের সুবিধা; জ. সংস্কৃতি; ঝ. সামাজিক নিরাপত্তা এবং ঞ. প্রতিবন্ধীদের সংগঠন। এই আইন বাস্তবায়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি খুব কমক্ষেত্রেই সক্রিয়; অধিকাংশ সদস্য এ বিষয়ে নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কেও তেমন স্পষ্ট ছিলেন না। আইনটি প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতাও সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে, এটি বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি কখনও; আইনটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়নি।

১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার **জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস** হিসেবে সরকার ঘোষণা করে এবং সে থেকে দেশব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। সরকার ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি বেশ কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে প্রথবারের মতো আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে। এর আগে ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত এনজিওদের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণায় টাস্কফোর্স এর অধীনে একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার খসড়া প্রণীত হয়। টাস্কফোর্স ইতিমধ্যে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন আজও হয়নি।

দেশের সর্বস্তরের জনগণের মানবাধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদ, ঘোষণা ও নিবন্ধসমূহ স্বাক্ষর বা সমর্থন করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে গভীরভাবে না বুঝে-শুনেই, ফলে এগুলো বাস্তবায়নে অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতায় যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। নীতিনির্ধারকদের দ্রুত বদলি বা কর্ম দায়িত্ব পরিবর্তন এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ। উপরন্তু, আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও নীতিমালাসমূহ পুনঃপরীক্ষা/সংশোধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির ও জটিল। ফলে নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তা রয়ে গেছে মুদ্রিত ও ফাইলবন্দী। আমরা এর সুফল এখনও পাচ্ছি না। উদাহরণস্বরূপ, আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও এতিমদের জন্য সরকারি চাকরির ৪র্থ শ্রেণীতে ১০% এবং ১ম শ্রেণীতে ১% কোটা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে কত জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন? নিয়োগকর্তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্ববিরোধী/অসঙ্গতিপূণ কর্মসংস্থান নীতিমালা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নানা ফাঁক-ফোকর আর যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে আজ পর্যন্ত এর যথার্থ বাস্তবায়ন হয়নি। ২০০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি নির্বাহী আদেশ জারির মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু কর্মসূচি ঘোষিত হয়। এর মধ্যে যানবাহনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য পৃথক টিকেট কাউন্টার, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ, ১০% চাকরি কোটা যথাযথভাবে পূরণ, সকল সরকারি অফিসে ঢালু পথ বা র‍্যাম্প তৈরি, কাজের জন্য আসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরে একটি অভিযোগ বাক্স খোলা, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সনদ, দলিল, চুক্তি, আইন ও কর্ম-পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জালে এ গুলোর বাস্তবায়ন আটকে রয়েছে।

আর এর একটি বড় কারণ হলো এগুলোর নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নেই; এমনকি আমাদের জন্য বিশেষ কোন কার্যক্রম গৃহীত হলেও, এতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের আমাদের অংশগ্রহণই অতি নগণ্য। ফলে আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ বা অধিকার পাচ্ছি না। আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে অন্যদের হাতে; যারা প্রতিবন্ধী নন কিংবা প্রতিবন্ধী হওয়ায় নির্মম অভিজ্ঞতা যাদের হয়নি- এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিন্ন ধরনের সক্ষমতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা যাদের নেই! তাই আমাদের প্রতিবন্ধী মানুষরগুলোর ন্যায্য দাবি, সংগ্রাম ও সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও অত্যন্ত ধীর গতির ও সময় সাপেক্ষ। তাই বাস্তবচিত্র দর্শনে কল্পিত সান্ত্বনা যেন এটাই, বিষকাঁটা তো আর চিকিৎসকের বিঁধে থাকেনি যে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সাত-পাঁচ না ভেবেই তিনি তা তুলে ফেলবেন! বিঁধে আছে তো রোগীর; তো অবস্থাটা উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখে, যন্ত্রপাতির পসরা সাজিয়ে, ওষুধ-পথ্য ঠিক করে, ভেবেচিন্তে কাঁটাটি তুলতে বা একটা বিহিত করতে বিজ্ঞ চিকিৎসকের সময় তো লাগতেই পারে!

তারপরও আমাদের অগ্রযাত্রা সম্ভাবনার পথে...

২০০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর জাতীসংঘ গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর করে ০৯ মে ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীসংঘের ৯১তম সদস্য হিসেবে এবং অনুসমর্থন করে একই বছর ৩০ নভেম্বর। এটি ০৩ মে ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কার্যকরী হয়। উক্ত সনদের পরিপালনীয় বিধিবিধানে স্বাক্ষর ১২ মে ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীসংঘের ১৬ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে সে আলোকে দুটি আইন পাশ করা হয়। একটির শিরোনাম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ এবং অন্যটির নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ট্রাস্ট সুরক্ষা আইন, ২০১৩। অতঃপর ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনের বিধি প্রণীত হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তাদের সমঅংশগ্রহণ আমাদের সমাজে এখনও হয়ে উঠেনি। আমাদের দেশের অনেকেই তৃণমূল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করছেন। কিন্তু তারা নিজেরাই কি এখনও সমাজের সর্বস্তরে মিশে যেতে পেরেছেন? প্রতিবন্ধিতা ক্ষেত্র ছাড়া বাইরে তাদের পদচারণা কতটুকু? আমাদের সমাজের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এলে তারাও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারতেন; নিজেদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে আরও অবদান রাখতে পারতেন। এতে জাতি যেমন উপকৃত হতো, অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায্য দাবিঃ অস্বীকার্য অধিকার

প্রতিবন্ধিতার জন্য কাউকে দয়া বা করুণা দিয়ে পরমুখাপেক্ষী না করে, তার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং যতদূর সম্ভব তাকে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে সকলের কার্যকরী ও দায়িত্বশীল ভূমিকাই কাম্য। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, উন্নয়নমূলক ও অধিকার ভিত্তিক যে কোন কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন, চাহিদা নিরূপণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্থান-কাল-পাত্র নির্বাচন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ বলতে অন্য সকলকে বাদ রাখতে হবে। বরং এই অংশগ্রহণ হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতামূলক। অর্থাৎ পরিবারে ও সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিতকরণের (mainstreaming) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি সকলেই এগিয়ে আসতে হবে। তবেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্র সব শ্রেণীর মানুষের জন্য ও ভেদাভেদহীন হয়ে উঠবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলপত্র বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত। এতে কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল, সবল ও দুর্বল দিক - সবকিছুর বিশ্লেষণাত্মক ও গঠমূলক সমালোচনা থাকতে হবে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাস্তব জীবনচিত্র যেমন ফুটে উঠবে; তেমনি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি আরও বস্তুনিষ্ঠ ও জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। একই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি উন্নয়ন কর্মী, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি- সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গী আরও ইতিবাচক হতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া নতুন কোন চিন্তাধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায় অসম্ভব। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের মনোভাব ইতিবাচক করতে হলে রাষ্ট্রকেও আইনগতভাবে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যা বাস্তবায়ন করার কথা বলা হচ্ছে তা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অনুশীলন করে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রাভেদে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করাও অপরিহার্য। প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু এর সফলতা ভোগ করতে পারবে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল মানুষের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলোও মাথায় রাখতে হবে। আর এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের প্রচলিত নেতিবাচক ও অমর্যাদাকর (derogatory) দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন।

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' না 'প্রতিবন্ধিতা': বিভিন্ন সংগঠনের দৃষ্টি কার প্রতি?

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে। এক্ষেত্রে যেমন ঐক্য আছে বলা যায়, আবার মূলত দুটি ভিন্ন মতের বা বিভক্ত দলের বিষয় উল্লেখ করা যায়:

১) **একীভূতকরণ:** এক দল - যারা প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একীভূত কর্মসূচির পক্ষপাতি। এ দলে বেশির ভাগ অপ্রতিবন্ধী মানুষ এবং গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী মানুষের নেতৃত্ব চোখে পড়ে। আর এখানে গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী মানুষ তারাই যারা এ দলে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের প্রত্যাশিত মূল্যায়ন ও যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যকথায়, একীভূত কর্মসূচির সুফল, নেতৃত্ব বা সুবিধা লাভ করেছেন। এ দল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন (ডিপিও) আন্দোলন খুব একটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেন না। এর কারণের মধ্যে হতে পারে, এতে অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নেতৃত্বে আসবে, ফলে অপ্রতিবন্ধী ও গুটিকয়েক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা নেতৃত্বে রয়েছে তাদের নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে হবে; প্রাপ্ত সব সুযোগ-সুবিধা এবং আত্মপ্রচার-সুনাম কমেও আসতে পারে। তাই তারা প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একীভূত (inclusive) এর কথা বেশি বেশি বলেন এবং কেউ কেউ ডিপিও আন্দোলন একীভূত সমাজ গঠনে বিরুদ্ধ বা অন্তরায় বলে অপপ্রচার করে থাকেন। তবে এ দলের সমালোচনা যা করা হয়ে থাকে তা হলো, একীভূতকরণ বিষয়টি সামনে আনা হলেও, বাস্তবে এ দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থপূর্ণ ও প্রকৃত অংশগ্রহণ খুব কমই দেখা যায়। অন্যকথায়, ঘুরে-ফিরে গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ছাড়া নতুন মুখ খুব একটা দেখা যায় না। আবার এ দলের কেউ কেউ তাদের করুণা ও দয়ার দৃষ্টিভঙ্গি (চ্যারিটি) বা প্রতিবন্ধিতার মেডিক্যাল মডেল এর চিন্তা-চেতনার মধ্যে আবদ্ধ; আবার কেউ 'ব্যক্তি'কে না দেখে ব্যক্তির 'প্রতিবন্ধিতা'কে বড় করে দেখে বা একমাত্র 'প্রতিবন্ধিতা'কে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান ঠিক করেন। অনেকেই মনে করেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ মূল্যায়ণ, স্বীকৃতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে এবং সকলের সমঅংশগ্রহণ, নতুন নেতৃত্ব গঠনের পাশাপাশি প্রতিভা ও দক্ষতার বিকাশের সুযোগ অবারিত হলে এই একীভূতকরণই উৎকৃষ্ট পন্থা। আলাদা করে দ্বিতীয় দলের অর্থাৎ শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন বা ডিপিওর প্রয়োজন পড়ে না।

২) **ডিপিও আন্দোলন:** অন্য দল - যারা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরই অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) আন্দোলন বা স্ব সংগঠনের পক্ষপাতি। তারা মনে করেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে একীভূতকরণের ক্ষেত্রে ডিপিও আন্দোলন একটি বাহন বা মাধ্যম। ডিপিও আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, নেতৃত্ব ও ঐক্যের বিকাশ লাভ করে যা সমাজে একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ দলে সবাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা বেশির ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব চোখে পড়ে। বিশেষত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা শুরুতে প্রথমোক্ত দলে থেকে প্রত্যাশিত মূল্যায়ন পাননি, নেতৃত্ব বা সুবিধা পাননি তাদের অনেকে একীভূত বা সম্মিলিত আন্দোলন থেকে সরে এসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন তথা ডিপিও আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। তাই কেউ কেউ মনে করেন ডিপিও বা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ধারণাটি বেশি জোরদার হয়েছে মূলত বঞ্চনা থেকে! অনেক অনেক মনে করেন, ডিপিও আন্দোলনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে বাধ্যবাধকতা থাকায়, এতে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আড়াল করে বা পেছনে ফেলে সামনে আসার সুযোগ পায় না কিংবা ঘুরে-ফিরে গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে নেতৃত্ব বা ক্ষমতা থাকে না। সঠিকভাবে ডিপিও আন্দোলন পরিচালিত হলে বেশি সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই তাদের মধ্যে দক্ষতা, নেতৃত্ব, পেশাদারিত্ব ও অন্যান্য গুণের বিকাশ ঘটে; ফলে তারা নিজেদের বাইরেও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সকলের সাথে অংশগ্রহণে তথা একীভূত হওয়ায় অধিকতর সক্ষম হয়ে উঠে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন তথা ডিপিও আন্দোলন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূতকরণের ক্ষেত্রে বাহন হয়ে উঠে। এ জন্যই "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন তথা ডিপিওরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূতকরণের বিপরীতে কাজ করে"- কারও কারও এ ধরনের প্রচারণাকে এক ধরনের অপপ্রচার বলা যায় তাদের ব্যক্তিস্বার্থে।

এই মতভেদ বা বিভক্তি অনেক দিন থেকেই চলছে। এ যে শুধু বাংলাদেশে তা নয়, বরং অনেক দেশেই দেখা যায়। কোন দল ঠিক তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে কোন দলের পক্ষে বা বিপক্ষে না গিয়ে এটুকুই বলা যায়, যার যার অবস্থান বা অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তারা তারা সঠিক। কারণ একীভূতকরণে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও মূল্যায়ন যথাযথ হলে আলাদা করে ডিপিও আন্দোলন খুব একটা জোরদার না হলেও চলে। অন্যদিকে, ডিপিও আন্দোলন শক্তিশালী ও কার্যকরী হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে একীভূতকরণ নিশ্চিত করে। মূলত এই দুই দলের বিভেদ নয়, বরং দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব চর্চার সম্মিলন ঘটলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সমাজে একীভূতকরণ নিশ্চিত হবে।

দেখা যায়, একীভূতকরণ বিষয়টি যেখানে শক্তিশালী বা বাস্তবে কার্যকর হয়েছে সেখানে ডিপিও আন্দোলন অনেকটা কম; কিন্তু যেখানে একীভূকরণের নামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সীমিত বা লোক দেখানো সেখানে ডিপিও আন্দোলন শক্তিশালী ও সক্রিয়। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ডিপিও আন্দোলনের মূলে আছে অন্যায়, বৈষম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কণ্ঠ জোরদার করা, নিজেদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করা, নিজেদের অধিকার আদায়ে শক্ত অবস্থান নেওয়া আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। আর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) গুলোর এই শক্তিশালী ভূমিকাকে কেউ কেউ স্বীয় স্বার্থে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। তারা প্রচার করে থাকেন যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনগুলোর মধ্যে আন্তঃদ্বন্দ্ব রয়েছে: তারা বিনয়ী ও পেশাদার নয়। এভাবে তারা অন্যদের মধ্যে ডিপিওদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করেন। এভাবে তারা নিজেদের বিনয়ী, দক্ষ ও পেশাদার হিসেবে উপস্থাপন করে, ডিপিওদের পেছনে ফেলে নিজেদের জায়গা করে নেয়। আসলে বাস্তবে ডিপিওদের মধ্যে বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই - যেভাবে প্রচার করে থাকেন সেই বিনয়ীরা; নিজেদের সুবিধার জন্যই! হুমায়ূন আজাদ তো বলেছেনই, 'বিনয়ীরা সুবিধাবাদী, আর সুবিধাবাদীরা বিনয়ী'।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একীভূতকরণ এবং ডিপিও আন্দোলনের তুলনা

বিষয়	একীভূতকরণ	ডিপিও আন্দোলন
লক্ষ্য	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূতকরণ নিশ্চিত করা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূতকরণ নিশ্চিত করা
মূলদৃষ্টি বা ফোকাস	মূলদৃষ্টি বা ফোকাস হলো 'প্রতিবন্ধিতা'	মূলদৃষ্টি বা ফোকাস হলো 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'
অংশগ্রহণে বাধ্যবাধকতা	যেহেতু 'প্রতিবন্ধিতা' তথা ইস্যু বা বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী অংশগ্রহণে বাধ্যবাধকতা কম এবং বাস্তব চর্চায়ও কম দিতে দেখা যায়	যেহেতু 'ব্যক্তি'টির দিকে প্রথমত দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা আছে।
সক্রিয় অংশগ্রহণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে, বাস্তবে অংশগ্রহণ কম ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবল উপকারভোগী হিসেবে।	'একীভূতকরণ' সামাজিক চর্চায় যা-ই ভিন্নতা থাকুক আদর্শিকভাবে যা বুঝতে চায় সেটা ডিপিও আন্দোলনের লক্ষ্য - 'সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের সমাজ'
জেন্ডার বা নারী-পুরুষের সমতা	এতে নারীদের বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের নেতৃত্ব অংশগ্রহণ কম বা পশ্চাদপদ দেখা যায়	সকল ডিপিও না হলেও, অধিকাংশ ডিপিওতে প্রতিবন্ধী নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বা নেতৃত্ব দিন দিন গুরুত্ব লাভ করছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীদের ডিপিও আন্দোলন বাংলাদেশে যথেষ্ট শক্তিশালী
নেতৃত্ব	বেশির ভাগ অপ্রতিবন্ধী মানুষের এবং গুটি কয়েক প্রতিবন্ধী মানুষের নেতৃত্ব চোখে পড়ে	সকল বা বেশির ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব চোখে পড়ে
নতুন নেতৃত্বের বিকাশ	এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে নতুন নেতৃত্ব তৈরির বাস্তব চর্চা খুব কম দেখা যায়	সকল ডিপিও না হলেও, অনেক ডিপিও তাদের গঠনতন্ত্র বা চর্চা অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে নতুন নেতৃত্ব বিকাশে দায়বদ্ধ
উৎকৃষ্টতা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিভা ও দক্ষতার বিকাশ, যথাযথ মূল্যায়ণ, স্বীকৃতি, সমঅংশগ্রহণ, নতুন নেতৃত্ব গঠন নিশ্চিত হলে একীভূতকরণ উৎকৃষ্ট	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও একীভূতকরণ যথাযথ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবং তা মনিটরিং করার ক্ষেত্রে ডিপিও আন্দোলন উৎকৃষ্ট
পক্ষাবলম্বন	প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একীভূত কর্মসূচির পক্ষপাতি	শুধু বা সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন বা ডিপিও'র পক্ষপাতি
কাজের ধরন	বেশিভার ক্ষেত্রে দ্বৈত পন্থার (twin-track approach) কথা বলা হয় যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও পুনর্বার্সন (বিশেষ সেবা) অন্তর্ভূক্ত। তবে পুনর্বাসনমূলক সেবার প্রাধান্য বা আগ্রহ বেশি এবং পুনর্বাসন কথাটির নির্বিচার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, এক জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এক চাকরি দেওয়াকেও কেউ কেউ পুনর্বাসন বলে চালিয়ে দেন।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের কথা বলা হয় এবং পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় আবাসন ও পুনর্বাসন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার এবং অধিকারের অংশ হিসেবেই দেখা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি কোন কারণে পরবর্তী জীবনে প্রতিবন্ধী হয়ে গেলে তাকে আগের জীবনে বা অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পুনর্বাসন হিসেবে দেখা হয়। কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া পুনর্বাসন নয়, অন্য মানুষের মতোই অধিকার হিসেবে গণ্য
প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ	প্রতিবন্ধিতা প্রতিকার ও প্রতিরোধ নির্ভর অনেক ক্ষেত্রে মেডিক্যাল মডেল দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়	প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্র্যের অংশ এবং প্রতিরোধ বা প্রতিকার মূলত স্বাস্থ্যগত বিষয়, যা প্রতিবন্ধিতার সাথে গুলিয়ে ফেললে এই 'মানব বৈচিত্র্য'কে একভাবে অস্বীকার করা হয়। এ কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (সিআরপিডি) প্রতিবন্ধিতা প্রতিকার বা প্রতিরোধ উল্লেখ নেই; কারণ এটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক হতো
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে সমর্থক	প্রতিবন্ধী মানুষ তারাই সমর্থন করেন যারা এ দলে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের প্রত্যাশিত মূল্যায়ন ও যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যকথায়, একীভূত কর্মসূচির সুফল, নেতৃত্ব বা সুবিধা লাভ করেছেন।	বিশেষত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা শুরুতে একীভূত দলে থেকে প্রত্যাশিত মূল্যায়ন পাননি, নেতৃত্ব বা সুবিধা পাননি তারা সেখান থেকে সরে এসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন তথা ডিপিও আন্দোলনে শরিক হয়েছেন।

দৃষ্টিভঙ্গি	এ দলের কেউ কেউ তাদের করুণা ও দয়ার দৃষ্টিভঙ্গি (চ্যারিটি) বা প্রতিবন্ধিতার মেডিক্যাল মডেল এর চিন্তা-চেতনার মধ্যে আবদ্ধ	ডিপিও আন্দোলনের মূলচেতনাই হলো মানবাধিকার তথা অধিকার ভিত্তিক ও সামাজিক মডেল
প্রচারণা	কেউ কেউ ডিপিও আন্দোলন একীভূত সমাজ গঠনে বিরুদ্ধ বা অন্তরায় বলে প্রচার করে থাকেন	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে একীভূতকরণের ক্ষেত্রে ডিপিও আন্দোলন একটি বাহন বা মাধ্যম
কার্যক্রমের গতিময়তা	সাধারণত, একীভূতকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ, কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য হলে ডিপিও আন্দোলনের চেয়ে এই কার্যক্রম গতিশীল হয় এবং ডিপিওদের অংশগ্রহণ ও একাত্মতা দেখা যায়	সাধারণ, একীভূতকরণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ অংশগ্রহণ না হলে ডিপিও আন্দোলন শক্তিশালী ও গতিশীল হতে দেখা যায়।
বাজেট ও ব্যয়	সাধারণ বড় বড় বাজেট এবং কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় (operational costs) বেশি; সে তুলনায় তৃণমূল উপকারভোগীদের কাছে পৌছায় খুব সামান্যই।	অল্প বাজেট ও ব্যয়ে অনেক কাজ করতে পারে। তৃণমূল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথা উপকারভোগীরা সাধারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে সিংহভাগ তাদের কাছে পৌছে। তবে নেতৃত্ব সঠিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: *উল্লিখিত তুলনা কোন তথ্যসূত্র থেকে উল্লেখ করা হয়নি। টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশনে কর্মরত ব্যক্তিদের দীর্ঘ দিনের (২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের নিয়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সাথে পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই, সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা হবে।*

শেষ কথা

বর্তমানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় ইতিবাচক পরিবর্তনে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আশার আলো দেখছি! সমাজে যেদিন প্রতিটি মানুষের জীবনই পবিত্র ও মূল্যবান বলে গৃহীত হবে এবং প্রত্যেকেরই অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন হয়ে উঠবে সেদিনই মানুষে মানুষে সকল ভেদাভেদ ও বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। আদি মানব সভ্যতার শুরু থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নির্মম, নেতিবাচক মনোভাব, তারপর দয়া ও কল্যাণ হয়ে অধিকার ভিত্তিক চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে সমাজের সকল ক্ষেত্রে যে জাগরণ শুরু হয়েছে তা দূর করে দিক সকল প্রতিবন্ধকতা। সমাজ-সংসার হয়ে উঠুক সবার জন্য ভেদাভেদহীন ও শান্তিময়। আমরা প্রতিবন্ধী মানুষগুলো এ স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছি! থাকব!

দয়া ও করুণা নয়; আমরা উন্নয়নের অংশীদার হতে চাই। এ শুধু আমাদের দাবি নয়; সময়েরও দাবি। শুধু প্রতিবন্ধিতার জন্য আমরা বিচ্ছিন্ন বা বোঝা হয়ে থাকতে চাই না পরিবারে ও সমাজে; আমরা আর দশ জন মানুষের মতোই অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করব, প্রতিটি ক্ষেত্রে সবার সাথে মিলেমিশে অংশগ্রহণ করব - এ তো আমাদের আজন্ম স্বপ্ন! আমাদের অধিকার। আমাদের প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রাভেদে বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্বসহ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বও থাকতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু এর সফলতা ভোগ করতে পারবে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল মানুষের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলোও মাথায় রাখতে হবে। আর এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের প্রচলিত নেতিবাচক ও অমর্যাদাকর (derogatory) দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। সমাজে পরস্পরকে সেবাদানই শুধু নয়; একে অপরের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হলেই আমরা মিলন ও ঐক্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

- জীবন উইলিয়াম গমেজ

তৃতীয় অধ্যায়
অধিকার ও মানবধিকার

৩.১ অধিকার (Rigths)
অধিকার মানে হচ্ছে, যা মানুষ অন্যের বা রাষ্ট্রের কাছে থেকে বৈধভাবে দাবি করতে পারে। অধিকার এক প্রকার স্বাধীনতা, এক প্রকার ক্ষমতা ও বিশেষ নিরাপত্তা। মানুষের কাছ থেকে এ অধিকারসমূহের সবকটি বা কোন একটি কেড়ে নিলে তার মানব সত্ত্বাটিই ক্ষুণ্ন হয়।

৩.২ মৌলিকচাহিদা (Basic needs)
মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার জীবন। তাই, বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি ও মহৎ কাজ। বেঁচে থাকার জন্য কিছু জিনিস অবশ্যই প্রয়োজন।এগুলো হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান। একজন মানুষ জন্মের সাথে সাথেই এ প্রয়োজনগুলো নিয়ে জন্মায়। বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন বলে এগুলো মৌলিক চাহিদা। তাই এগুলো পাওয়ার অধিকার হলো প্রধান প্রধান নৈতিক বা প্রাকৃতিক অধিকার।

৩.৩ মৌলিক অধিকার (Basic rights)
মানুষের এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও নানা প্রকার অধিকার। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কোনভাবেই, এমনকি সাধারণভাবে আইন পরিবর্তনের মাধ্যমেও এগুলো বাতিল করা যাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার গুলোকে বলে মৌলিক অধিকার।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা: ● ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তার অধিকার; ● আইনগত সমতার অধিকার; ● দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার; ● চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা; ● আইনগত দিক থেকে অধিকার; ● চিন্তা, বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা; ● মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা; ● শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মেলামেশার অধিকার; ● সরকারি চাকরিতে সমানাধিকার; ● রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার; ● কাজ পাওয়ার অধিকার; ● ক্ষুধা থেকে মুক্তির অধিকার; ● শিক্ষার অধিকার; ● স্বাস্থ্যসম্মত ও কল্যাণকর জীবনযাপনের অধিকার; ● সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার; ● জবরদস্তিমূলক গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন থেকে মুক্তি; ● স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে ন্যায় বিচার ও প্রকাশ্য শুনানী অধিকার; ● বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার; ● ট্রেড ইউনিয় গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার; ● বৈষম্যহীনতার অধিকার; ● ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও গৃহে নিরাপত্তার অধিকার; ● নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সরকার গঠনের অধিকার।

৩.৪ মানবাধিকার (Human Rights)
মানবাধিকার মানে মানবের অধিকার বা মানুষের অধিকার। মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে, মানুষের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে হলে, যে সব অধিকার তার থাকা আবশ্যক, সে সব অধিকারের নাম মানবাধিকার। মানবাধিকার বলতে সে সব অধিকার বুঝায়, যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয়, এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না। মানুষ জন্মসূত্রে চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, কথা বলার যোগ্যতা, ইত্যাদি নিয়ে আসে। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি এ সব তাকে দান করে না। মানুষের জীবনও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি, মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। যদি নেয়, তবে মানুষ আর মানুষ থাকে না, তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়। এ অধিকারগুলো মানুষের অবিচ্ছেদ্য এবং অন্তর্নিহিত। এ অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করার কোন উপায় নেই। অতএব, মানবাধিকার বলতে সে সব অধিকার বুঝায়, যে অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যে সব অধিকার অর্জন মানুষকে পূর্ণতা দান করে। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

ইউরোপীয় পুর্নজাগরণ তথা রেনেসার যুগ ধেকে মানবাধিকার ধারণাটি প্রথম প্রকাশ পায়। তখনকার বিভিন্ন দার্শনিকগণ প্রথম রাজশক্তি ও ধর্মীয় শক্তি তথা উপাসনালয়ের একত্রে প্রাধান্যের পরিবর্তে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এসব দলিলের মূল কথা হচ্ছে, মানুষ এমন কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায়, যেগুলো অবিচ্ছেদ্য এবং যেগুলো কখনও পরিত্যায্য নয় এবং যেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব অগ্রগতি মানব সমাজকে এক অভূতপূর্ব আলোকিত যুগে নিয়ে আসে। গ্যালিলিও এবং নিউটনের আবিষ্কার, হবসের বস্তুবাদ, দেকার্তোর যুক্তিবাদ, বেকন ও লকের অভিজ্ঞতাবাদ মানুষকে আইনের প্রতি উদ্দীপ্ত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো, প্রমুখ দার্শনিকগণ তাদের লেখায় উলেখ করেন যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই মানুষ যে সব অধিকার অর্জন করেছে, রাষ্ট্র সেগুলো কেড়ে নিতে পারে না। তাদের মতে, জীবনের অধিকার, স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেও ছিল। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা করে ঐ সব অধিকার রূপায়নের। রাষ্ট্রের কাছে মানুষ তাদের

অধিকারগুলো সমর্পণ করেনি এবং সেগুলো আমনত রেখেছে মাত্র। তারা বলেন, রাষ্ট্র কখনও মানুষের স্বভাবজাত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে বর্বরোচিত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তা মানবজাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করে। **১৯৩৯** থেকে **১৯৪৫** খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ একটাই, তারা ছিল ইহুদী। মানুষ বুঝতে পারে যে, মানুষের অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননাই হচ্ছে এ বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের মূল কারণ। বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার, নিষ্ঠুর আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার, প্রভৃতি মানবাধিকার নিয়ে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে। মানুষের এ অধিকারসমূহ সম্মান করলে পৃথিবীতে কোন সময়ই যুদ্ধ হতে পারে না। যুদ্ধ তখনই বাঁধে যখন কিছু সংখ্যক কর্তৃত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী মানুষ মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং মানবাধিকারসমূহ অবমাননা করে। মানবজীবনের উক্ত অসহায় অবস্থায় নিরাপত্তা, রক্ষা ও শান্তির স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয় বিশ্ব সংস্থা 'জাতি সংঘ'। জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠায় একটা প্রত্যয় ছিল, বিশ্বকে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে, যেখানে সব মানুষ বাক-স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত থাকবে।

৩.৫ মানবাধিকার দুই ধরনের হতে পারে; যথাঃ

ক) **নৈতিক অধিকার :** নৈতিক অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকারও বলা যেতে পারে। একজন মানুষ হিসেবে ঐসব অধিকারের অধিকারী হয়। মানুষ ঐসব অধিকার অর্জন করে না, ক্রয় করে না বা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে না বা পায় না। একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়ার কারণে এ অধিকারগুলো লাভ করে। লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, বয়স, শ্রেণী, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে এ অধিকারের কোনরূপ প্রকারভেদ হয় না।

খ) **আইনগত অধিকার:** যে অধিকারগুলো একটি দেশের আইনী ব্যবস্থায় যুক্ত থাকে এবং যেগুলো থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের আশ্রয় নেয়া যায় তাকে আইনগত অধিকার বলে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব ধরনের আইনগত অধিকারই লিপিবদ্ধ থাকে। কখনও কখনও আইনগত অধিকার একটি দেশের অনেক মানুষের জন্য নৈতিক অধিকার গণ্য হয় না; বিশেষ করে যখন লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের কারণে কিছু মানুষ সুবিধা পায় এবং কিছু মানুষ বঞ্চিত হয়।

আইনগত অধিকারগুলোর ভিত্তি হলো ন্যায্যতা ও সুবিচার-এর সাধারণ নীতিমালা। মাঝে-মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকেও এ অধিকারগুলো গড়ে উঠে। নৈতিক অধিকার আইনগত অধিকার হতেও পারে, আবার নাও পারে। নৈতিক অধিকার আইনগত অধিকার না হলে উক্ত অধিকার ভঙ্গ হলে আদালতের আশ্রয় নেয়া যায় না। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার **১** ও ২ ধারায় বলা হয়েছে সব মানুষ মর্যাদা ও অধিকারে সমান।

৩.৬ মানবাধিকার ও আইনের সম্পর্ক

মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও আইনের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কি? আর্ন্তজাতিক ঘোষণাপত্র অনুসারে মানবাধিকারের ভিত্তি হলো স্বাধীনতা, যার ভিত্তি হলো ন্যায্যতা। ন্যায্যতা একইভাবে শান্তিরও ভিত্তি। একজন মুক্ত বা স্বাধীন মানুষই স্বাধীনভাবে ন্যায্য কাজ করতে পারে। যখন সমাজে পরস্পর ন্যায্য সম্পর্ক গড়ে উঠে তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবক্তা ইশাইয়া গ্রন্থে শান্তির ব্যাখ্যা হলোঃ 'শান্তি হলো ন্যায্যতার ফল'। ন্যায্যতা কী? ন্যায্যতা হলো একটি মানবীয় গুণ, যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যের প্রাপ্যকে দেয়া হয়। ন্যায্যতার সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যদি আমার অধিকার থাকে তবে অন্য সকলের দায়িত্ব হবে আমার অধিকারকে সম্মান করা। একইভাবে অন্য সকলের অধিকারকে সম্মান করা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। প্রতিবন্ধী বা শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম কেননা তারা নির্ভরশীল। ন্যায্যতা ও আইন যদিও খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কিন্তু এ দুইটি ভিন্ন বিষয়। ন্যায্যতা হলো ঐশ্বরিক গুণ এবং আইন হলো মানুষসৃষ্ট। আইনের লক্ষ্য হলো ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করা। অপরদিক ন্যায্যতা আইনের ঊর্ধ্বে, তা আইনের সঠিক ও যৌক্তিক প্রয়োগ বিচার-বিবেচনা করে। যদিও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাই আইনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু কিছু কিছু আইন তৈরি হয় শুধুমাত্র পুলিশ ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সুবিধার জন্য। এই ধরনের আইনগুলির উদ্দেশ্য হয় মানুষকে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মানবাধিকার হরণ করা।

৩.৭ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বাংলাদেশ

পৃথিবী জুড়ে মানবাধিকারের চেতনা জেগে উঠেছে। মানুষ এ অধিকার রক্ষায় সচেতন হচ্ছে, সক্রিয় হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে। তারপরও আবার বিশ্ব জুড়েই বিভিন্নভাবে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে। তারপরও আবার বিশ্ব জুড়েই বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। আমাদে দেশেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও ঘটছেই।এমন অনেক ব্যাপারও আছে যার মাধ্যমে নিয়মিতভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। শহর গ্রাম সবখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

১. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন:** একদল ধনী শোষক শ্রেনী সকল ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে গরিব শ্রেণী শোষণ করে চলেছে। এ গরিব শ্রেণী দিন দিন আরও গরিব হচ্ছে। তাদের জীবনে নেমে আসছে আরও বহু সমস্যা। মাঠে ও কারখানায় শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায় না। তাদের অভ্যান্তরীণ দলাদলী, সন্ত্রাস ইত্যাদিতে জড়ানো হয়। সুদের ফাঁদে ফেলে বা জোর করে গরিবদের বাস্তুহারা করা হয়।

২. **নারীর মানবাদিকার লঙ্ঘন:** পরিবার, কর্মক্ষেত্রে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচারণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকলেও মজুরি কম দেয়া হয়। পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরিবারে কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিকক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্নভাবে শারীরিক মানসিক নির্যাতন করা হয়। নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার,গুলো হচ্ছে, ধর্ষণ, ফতোয়া, যৌতুক, কাজের মেয়ের উপর নির্যাতন, তালাক, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি।

৩. **শিশু অধিকার হরণ:** শিশুশ্রম, শিশু অপহরণ, শিশু পাচার, শিশু নির্যাতন ও শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের মাধ্যমে নির্মমভাবে শিশুদের অধিকার হরণ করা হয়। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুন্দর জীবন থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৪. **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন:** সভা সমাবেশের ওপর হামলা, জোর করে মিছিল- সমাবেশ করানো, রাজনৈতিক দলাদলীর কারণে খুন,অপহরণ, সন্ত্রাস, স্বাধীনভাবে ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করা ও ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ ইত্যাদি কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়।

৫. **নিরাপত্তা লঙ্ঘন:** চাঁদাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস,কারাগারে নির্যাতন, বিনাবিচারে আটক, ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মানুষের নিরাপত্তা লঙ্ঘন করা হয়।

৬. **মত প্রকাশ ও গণামাধ্যমের স্বাধীনতা:** ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালীরা প্রায়ই অন্যের মতপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সমাজের দুর্বলরা কোন সালিশ- বিচার ইত্যাদিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তাদেরকে ঠিকভাবে কথা বলতে দেয়া হয় না। সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমের ব্যাপারে লিখিতভাবে কোন কালো আইন না থাকলেও ক্ষমতাসীনরা প্রভাব খাটিয়ে গণমাধ্যমগুলোর স্বাধীন সংবাদ ও মতপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

৭. **সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন:** সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বাধা দিয়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে, ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ফতোয়া দিয়ে এবঙ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় ধর্মকে অপব্যবহার করে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা নষ্ট করা হয়। এসব ঘটনায় মানুষকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়।

৮. **উন্নয়ন:** দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদাগুলোই মিটছে না। বেকার সমস্যা প্রবল। তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। উন্নয়নের পরিকল্পনা ও নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষের কোন অংশগ্রহণ নেই। ফলে, তারা উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৯. **পরিবেশ:** সুস্থ,সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকতে কে না চায়। এটি মানুষের প্রধান একটি অধিকার। কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা, বর্জ বা ময়লা পরিস্কারে অনিয়ম,মাটিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি, পানিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি, ব্যাপকভাবে গাছ/ পাহড় কাটা, মানুষেরস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত মানবাদিকার লংঘিত হচ্ছে। মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা, অবৈধ পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি নানা কারণে সামাজিক পরিবেশ দুষিত হচ্ছে।

১০. **ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম:** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকি আদালত প্রাঙ্গনে পর্যন্ত অসাধু কর্মচারীরা ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে্ এসকল অনিয়ম ও প্রতারণার কারণে মানুষ অনেক সময় তার ভিটে- মাটি পর্যন্ত হারাচ্ছে।

উপরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু উদাহরণ মোটাদাগে আলোচনা করা হলো। এগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে এবং সমাজের দিকে আরেকটু চোখ মেলে তাকালে এর বাইরেও আরো হাজারো ঘটনা বেরিয়ে আসবে, যেসব দেখেশুনে মানুষ হিসেবে আমরা শিউরে উঠি।

৩.৮ পরিবার পর্যায়ে বৈষম্যমূলক আচরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ:

- ভালো খাবার দেয় না
- ভালো পোষাক দেয় না
- দাওয়াত খেতে সাথে নেয় না
- বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায় না
- পারিবারিক আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না
- খেলাধূলার সুযোগ থাকে না
- পড়ালেখার সুযোগ দেয় না

৩.৯ সামাজিক পর্যায়ে বৈষম্যমূলক আচরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ:

- নাম ধরে ডাকে না, ব্যঙ্গ নামে ডাকে
- সমাজে আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় না
- বিচার-সালিশে ডাকে না
- সমাজের মানুষ বোঝা মনে করে
- সমাজের মানুষ প্রতিবন্ধিতা পাপের ফসল মনে করে

৩.১০ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈষম্যমূলক আচরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ:

- রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা যেমন বিদ্যালয়- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উপেক্ষিত হয়
- চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয় না
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা নেই
- চিকিৎসা সুবিধা নেই বললেই চলে
- সকল সরকারি অফিস-আদালতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নেই
- সরকারি নীতিমালা সমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় উপেক্ষিত

৩.১১ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

ধারা-১: বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদার অধিকার; ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে একে-অন্যের প্রতি আচরণ।

ধারা-২: জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সমান।

ধারা-৩: জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রত্যেকেরই অধিকার।

ধারা-৪: কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা যাবে না।

ধারা-৫: কাউকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি দিয়ে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা-৬: আইনের সামনে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার।

ধারা-৭: আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার।

ধারা-৮: মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার।

ধারা-৯: কাউকে খেয়াল-খুশি মতো গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।

ধারা-১০: স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার।

ধারা-১১: ক) দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার।

খ) আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হলে কাউকে দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্য করা চলবে না। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

ধারা-১২: ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশি মতো হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান-সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা-১৩: ক) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার।

খ) নিজ দেশসহ যেকোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার।

ধারা-১৪: ক) নির্যাতন এড়ানোর জন্য অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার

খ) অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্য-কলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা করা না-ও যেতে পারে।

ধারা-১৫: ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার।

খ) জাতীয়তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা বা জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা-১৬: ক) পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার।

খ) কেবল বিবাহ ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যাবে।

গ) সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবার সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার।

ধারা-১৭: ক) একাকী বা অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার।

খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুশি মতো বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা-১৮: চিন্তা, বিবেকের ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার।

ধারা-১৯: মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

ধারা-২০: ক) শান্তি পূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার।

খ) কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-২১: ক) নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার।

খ) নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান অধিকার।

গ) গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোট দান পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২২: সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

ধারা-২৩: ক) কাজ করার, অবাধে চাকরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার।

খ) সমান কাজের জন্য সবার সমান বেতন পাওয়ার অধিকার।

গ) প্রত্যেক কর্মীর তার ও নিজের পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক ও সামাজিক সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার।

ঘ) শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগ দানের অধিকার।

ধারা-২৪: বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার।

ধারা-২৫: ক) নিজ ও নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার।

খ) মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী।

ধারা-২৬: ক) প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার।

খ) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবাধিকার, অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে।

গ) যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে।

ধারা-২৭: ক) গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার।

খ) বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের অধিকার।

ধারা-২৮: প্রত্যেকেরই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা-২৯: ক) ব্যক্তির অবাধ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য নিজ নিজ সামাজিক কর্তব্য পালন।

খ) অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা।

গ) এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোন ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা-৩০: এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোন বিষয়ক এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না যাতে মনে হয় যে এই ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্ন নিয়োগের অধিকার রয়েছে।

৩.১২ মানবাধিকারের বিশেষত্ব ও পরিধি

মানবাধিকারের পরিধি অনেক ব্যাপক। মানবাধিকার বলতে সেই অধিকারকে বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয় এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকেনা এবং এসব অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করার কোন উপাই নেই। এবং যে অধিকার অর্জিত হলে মানুষ পূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারে। সৃষ্টির সেরা মানুষ, মানুষের শ্রেষ্ঠতর শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূণৃতা আসেনা, মানুষ পরিপূর্ণ রূপে মানুষ হয়ে উঠতে পাওেনা। নিচে মানবধিকারের পরিধি তুলে ধরা হলো:

প্রথমত, মানবাধিকার মানবের অধিকার: যে অধিকার একান্ত ভাবেই মানুষের প্রথমত, তাকেই মানবাধিকার বলে। পশু-পাখির প্রাণ আছে তা তারা প্রাণী, মানুষের প্রাণ আছে তাই মানুষও প্রাণী। প্রাণীর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। পশু- পাখি যা পারেনা মানুষ তা পারে। মানুষের এই বিশেষ ক্ষমতা তার বিশেষ অধিকার। মানুষ চিন্তা করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে। চিন্তা উদ্ভাবনের এই ক্ষমতা মানুষকে পশু-পাখি থেকে আলাদা করেছে। এই শক্তি বা ক্ষমতা নিয়েই মানুষ জন্মেছে। এই শক্তির ব্যবহারের অধিকারই মানবাধিকার। অকারনে এই অধিকার খর্ব করা যায় না। খর্ব করলে বা নষ্ট করলে সে মানুষের সাথে আর অন্য প্রাণীর পার্থক্য থাকেনা।

মানুষ কথা বলতে পারে কিন্তু পশু-পাখি কথা বলতে পারেনা। কাকের কাকা ধ্বনি, কোকিলের কুহুকুহুরব, অশ্বের হ্রেষ এবং হস্তির বংহতি তাদের নিজেদের ধ্বনি উচ্চারনের সীমা। মানুষ অনর্গল কথা বলতে পারে। নতুন ধ্বনি দিয়ে নতুন কথা সৃষ্টি করতে পারে আবার সুর, তাল, লয় দিয়ে কথাকে সঙ্গীতের রূপ দিতে পারে, এই যে ক্ষমতা এটি মানবিক ক্ষমতা এবং এর

ব্যবহারের অধিকার মানবাধিকার। কেউ যদি মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায় বা কেড়ে নেয় তাহলে সে মানুষের মানবাধিকার হরন করে।

গাছ পালারও প্রাণ আছে, তাই গাছ পালা প্রাণী। গাছ পালা চলাফেরা করতে পারেনা; মানুষ পারে। চলাফেরার এই অধিকারও একান্ত মানুষের অধিকার। চলা ফেরার অধিকার হরন করা মানবাধিকার হরন করার নামান্তর। মানুষের এসব অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁকে বাধাহীন হতে হবে। এ সব ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, কথা বলা ইতাদি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা থাকতে হবে। অকারনে এসব ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা মানবাধিকারের পরিপন্থী। স্বাধীনতার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। বংশের প্রভাব, পরিবেশের প্রতিক্রিয়া সদাসর্বদা মানুষকে নিয়ন্ত্রন করছে সত্য, কিন্তু মানুষ এমন একটি জীব যে সকল নিয়ন্ত্রনকে উপেক্ষা করে তার নিজের ভাগ্যকে নির্মানের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মানুষ ভাগ্যের হাতে ক্রিড়ানক নয়, সে ভাগ্যের নির্মাতা।

দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সকলের অধিকার: মানবাধিকার হচ্ছে সকল মানুষের অধিকার, প্রত্যেক মানুষের অধিকার। এ অধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী , শ্রেণীবা দেশের অধিকার নয়। সকল মানুষ অভিন্ন নয়; বরং প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র;কিন্তু জীবনের বৃহৎ এলাকায় সকল মানুষ অভিন্ন এক। এই অভিন্ন এলাকায় যে কোন ধরনের বৈষম্য মানবাধিকারের পরিপন্থী। সুতরাং ইউরোপীয়দের অধিকার এক আর এশিয়ানদের অধিকার অন্য- এরূপ অধিকার মানবাধিকরের মধ্যে পড়েনা। যে সব কাজ পার্থক্য প্রকৃতি প্রদত্ত, সে সকল বৈষম্য বা পার্থক্য সাধারণত অপরিবর্তনীয় এবং সে কারনে সেসব পার্থক্য থেকে উদ্ভূত অধিকার ভিন্ন হতে বাধ্য। মরু অঞ্চলের মানুষের চাহিদার সাথে মেরু অঞ্চলের মানুষের চাহিদার মিল হবেনা। এই পার্থক্য স্বাভাবিক, এটাকে বৈষম্য বলা যায়না। যে সব বৈষম্য মানুষের সৃষ্টি, যেমন- ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ সেগুলোর কারনে মানুষের অধিকার কোন পার্থক্য হওয়া উচিৎ নয়। হিন্দু, মোসলমান, ব্রাক্ষণ-শুদ্র, জমিদার-প্রজা, শিল্পপতি-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র, এসব বিভাজনের কারনে মানুষের অধিকার তারতম্য করা মানবাধিকারের পরিপন্থী।

মানবাধিকার বর্ণিত অধিকার প্রতিটি মানুষের। কোন কারনে কোন অজুহাতে এ অধিকার হতে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্ম বাবর্ণের মানুষকে নিচু করা যাবেনা।

তৃতীয়ত, মানবাধিকার সকলের সমানপ্রাপ্য : মানবাধিকার যেমন সকল মানুষের অধিকার তেমনি এই অধিকার সকলে সমান ভাবে প্রাপ্য। রাজা-বাদশা, গুরু-পুরোহিত, ইমাম, শিল্পপতি প্রমুখের অধিকার যতটুকু সাধারণ চাষী, মজুর, বেকারেরও ঠিক ততটুকু অধিকার । চুরি করলে তনয়া শুধু ধমক খেয়ে ছাড়া পাবে আর দরিদ্র চাষীর মেয়ের হাত কাটা যাবে, জেল হবে এমন ব্যবস্থা মানবাধিকার পরিপন্থী। অবশ্য মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত স্তর বিন্যাস, যা প্রকৃতি অথবা মানুষের সৃষ্টি সেই স্তর বিভাজনকে অস্বীকার করা হয়না।

চতুর্থত, মানবাধিকার বিশেষ মর্যদা নির্ভর নয় : বিশেষ মর্যাদার কারনে মানবাধিকার ঘোষণা মানুষের মধ্যে ইতর বিশেষ পার্থক্য করেনা। জীবন ধারনের অধিকার, জীবন ভোগের অধিকার, আহারের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বিচার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সমাবেশের অধিকার এসব অধিকার মানুষ মাত্রই প্রাপ্য। বিশেষ মর্যদার কারনে এসব অধিকারের উদ্ভব হয়না। সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে এ মর্যাদার তারতম্য হওয়ার সুযোগ নেই।

পঞ্চমত, মানবাধিকার আদায়যোগ্য: মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার সমূহ হচ্ছে এমন যেগুলো আদায়যোগ্য। মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যেগুলো বিমূর্ত বা অবাস্তব কিছু নয়।মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে এসব অধিকার যোগ, মানবজীবন থেকে এ সব কে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপাই নেই। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে এসব অধিকার আদায় করতেই হবে এবং এগুলো আদায়ের অযোগ্য বা অসম্ভব কিছু নয়।

ষষ্ঠত, মানবাধিকার সার্বজনীন : স্থান-কাল-পাত্রভেদে যে সব অধিকারের তারতম্য হয়না সে সব অধিকারই মানবাধিকার। সময়ের চাকাঘুরতে থাকবে, সভ্যতার বিকাশ হবে, চলতে থাকবে মানবাধিকার, সমাজ পরিবর্তন হবে, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে মানুষের জীবন-জীবিকা পার্থক্য হবে কিন্তু পরিবর্তন হবেনা মানবাধিকার। মানবাধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো অধিকার যে গুলো সকল স্থানে, সকল সময়ের, সকল মানুষের জন্য। আর সে জন্যই এই অধিকার গুলো কেবল হয় সর্বজনীন। এই অধিকার গুলো শাশ্বতএবং চিরন্তন।

সপ্তমত, মানবাধিকার করুণা নয়, অপরিহার্য : মানবাধিকার সম্পর্কে সর্বশেষ কথা হচ্ছে এই যে, এগুলো কেই কাউকে দান করেনা। কারো কৃপা বা করুণার উপর এগুলোর প্রাপ্তি নির্ভরশীল নয়। মানুষ মানুষ হিসেবে জন্মেছে বলেই এমন অধিকার সে প্রাপ্য হয়েছে। মানুষের জীবন-মৃত্যু যেমন মানুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য, তেমনই এই অধিকার গুলো অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য।

অষ্টমত, মানবাধিকার ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ : মানাবাধিকার বিচ্ছন্ন কোন বিষয় নয়, ইহা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র,

বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং বিনোদন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দান করে। এ ধরনের চাহিদা মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য্য বলে গণ্য হয়।

নবমত, মানবাধিকার জন্মগত : প্রতিটি মানুষ যেখানে যে জন্ম গ্রহণ করে, যেখানে তার স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং তার বসবাস, অবস্থান এবং সম্পর্ক গড়ে তোলা জন্মগত অধিকার। এটা প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) হিসাবে স্বীকৃত হয়; যা প্রতিটি মানুষ স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেড়ে ওঠে এবং পরিচিতি লাভ করে।

দশমত, মানবাধিকার ন্যায় বোধ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক: মানাবধিকার নিঃসন্দেহে ন্যায়বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা মানবজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে সংযুক্ত থাকে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাথে ইহা জড়িত বিধায় এর স্বতন্ত্র একটি রুপ রয়েছে; যা মানুষ তার নিজের মর্যাদার সাথে সংযুক্তি সাধান করেএবং নিরপেক্ষ ভাবে বসবাস করে।

অতএব মানবাধিকার ধারণাটি ব্যাপক। যা মানুষের সামগ্রিক জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মানুষের জীবনেরএমন কোন ক্ষেত্র নেই যে কানে মানবাধিকার বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে না।

চতুর্থ অধ্যায়
জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান

৪.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক সনদ

৪.১.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদটি কী?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ হলো একটি আন্তর্জাতিক আইন যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে; পাশাপাশি সেই অধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সনদটিতে। বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে দুটি প্রক্রিয়াও নির্ধারণ করে দেয় সনদটি: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কমিটি; যা বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য গঠিত এবং রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন, যা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

৪.১.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের পটভূমি

২০০১ সালে মেক্সিকো প্রথম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা সনদের কথা জাতিসংঘের সভায় উপস্থাপন করে। সনদটির খসড়া প্রণীত হয়েছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার ওপর আন্তর্জাতিক বিশদ ও সমন্বিত সনদ এর জন্য গঠিত এডহক কমিটির মাধ্যমে। এই এডহক কমিটি ছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি কমিটি। এর সদস্যপদ ও পর্যবেক্ষণ ছিল জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত।

এডহক কমিটির আটটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রথম দুটি অধিবেশনে, ২০০২ ও ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে, কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক দলিল প্রণয়ের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে এবং দলিলটির ধরন এবং সম্ভাব্য কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করে। এর দ্বিতীয় অধিবেশনে, এডহক কমিটি একটি কার্যকরী দল প্রতিষ্ঠা করে সনদের একটি খসড়া লিপি তৈরি করার জন্য। কার্যকরি দল, যা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত, জানুয়ারি ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে একত্রিত হয় এবং আলোচনার জন্য একটি খসড়া তৈরি করে। এর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সমপ্ত ও অষ্টম অধিবেশনে, এডহক কমিটি তার আলোচনা চালিয়ে যায়। সনদের খসড়া এডহক কমিটি চূড়ান্ত করে ২৬ আগষ্ট ২০০৬ সালে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালণীয় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। ৩০ মার্চ ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে সনদে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে সনদে নির্ধারিত মান অনুসরণ করার জন্য। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য সনদটি একটি আন্তর্জাতিক মান উপস্থাপন করে যা তাদের অনুসরণ করা উচিত। বাংলাদেশ ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর সনদটিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৮ সালের ৯ মে অনুসমর্থন করে।

৪.১.৩ সনদের মূলনীতিগুলো কী কী?

সনদের ধারা ৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ভোগের সাধারণ মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে। এগুলো হলো:

- ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
- বৈষম্যহীনতা;
- পূর্ণ ও কার্যকর সমাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি/সম্পৃক্ততা;
- বিভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানব জীবনেরই অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;
- সুযোগের সমতা;
- সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;
- নারী পুরুষের সমতা;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশমান সামর্থ্যের এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

৪.১.৪ কেন সনদটি অদ্বিতীয়/অন্যতম?

সনদটি অন্যান্য অধিকার সনদ হতে আলাদা কারন এতে প্রতিবন্ধী মানুষের বিশেষ চাহিদা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সনদটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা বা করুণার পাত্র নয় বরং অধিকার সচেতন, স্বাধীন ও সক্রিয় সামাজিক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে।

এই সনদটি হলো একাবিংশ শতাব্দির প্রথম সনদ এবং এটি আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন সর্বপ্রথম দলিল; যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ব্যাপকভাবে সুরক্ষা করে। সনদটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নতুন মানবাধিকার সৃষ্টি করেনি; কিন্তু তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার তুলে ধরতে, রক্ষা ও সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। এইভাবে সনদটি শুধু এটিই পরিষ্কার করে না যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেবল বঞ্চিতই করা রাষ্ট্রের উচিত নয়; বরং এটি অনেকগুলো

পদক্ষেপ বা ধাপ তুলে ধরে যা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে; যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে সত্যিকার অর্থে সমান ও ন্যায়সঙ্গত সুযোগ অর্জন করে।

৪.২ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

ভূমিকা

এই সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহ,

ক) জাতিসংঘ ঘোষণার মূলনীতি অনুযায়ী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্য এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়,

খ) স্বীকৃতি দেয় যে জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঘোষণা ও সম্মতি প্রদান করেছে যে কোনরকম ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে ঐসকল সনদ ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারী,

গ) সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, আন্তনির্ভরশীলতা এবং আন্তসম্পর্ক ও সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৈষম্যহীনভাবে এগুলোর পূর্ণ উপভোগের নিশ্চয়তা দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে,

ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অত্যাচার ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন আছে,

ঙ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে,

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগকে এগিয়ে নিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ, প্রণয়ন ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগের সমতাবিধান সংক্রান্ত প্রমিত বিধিতে (স্ট্যান্ডার্ড রুল্‌স) বর্ণিত মূলনীতি ও নীতি নির্দেশনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ছ) টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৌশলসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়সমূহকে মূলস্রোতে নিয়ে আসবার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয়,

জ) আরও স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য ব্যক্তি-মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্যের লঙ্ঘন,

ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয়,

ঞ) নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

ট) উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, বিভিন্ন আইন, উদ্যোগ ও চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আব্যাহতভাবে সমাজের সমমর্যাদাবান সদস্য হিসেবে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন ও তাদের মানবাধিকার লংঘিত,

ঠ) সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ড) সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বৈচিত্র্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় মূল্যবান অবদান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সমাজে অংশীদারিত্বের বোধ বৃদ্ধি পাবে; মানবীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে,

ঢ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তি স্বাধিকার ও স্বাধীনতা এবং তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ণ) বিশ্বাস করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সকল নীতি ও কর্মসূচিসহ নীতি ও কর্মসূচি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত,

ত) জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গীয়, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভিন্নমতের কারণে, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠিগত, উৎপত্তিগত, সম্পত্তিগত, জন্মগত, বয়সভিত্তিক ও অন্যান্য কারণে বহুমুখী ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে,

থ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রায়শই অধিকতর সহিংসতা, শারীরিক আঘাত বা নির্যাতন, অযত্ন বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা বৈষম্যের ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে,

দ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অন্যান্য শিশুদের সাথে সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ উপভোগের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে শিশু অধিকার সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে,

ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগকে সমুন্নতকরণের সকল প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতা দূর করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়,

ন) বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ যে দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন, এই বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে ও এ কারণে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর দারিদ্রের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

প) বিশ্বাস করে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে জাতিসংঘ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং মানবাধিকারের আইনী সুরক্ষাব্যবস্থার[1] বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে, সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশী দখলদারিত্বের সময়ে,

ফ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগে সক্ষম করবার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যাতে তারা অবকাঠামোগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে সুযোগ সুবিধা পায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে,

ব) গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি এবং তার নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রসার ও সেগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে,

ভ) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, পরিবার হলো সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সম অধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিত,

ম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নয়ন-অর্জিত সকল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সমুন্নত করতে একটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক সনদ ব্যাপক সামাজিক বঞ্চনা দূর করতে এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সম-সুযোগ এনে দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে,

শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে একমত যে,

ধারা-১: অভীষ্ট লক্ষ্য

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারিরীক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

ধারা-২: সংজ্ঞা

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য :

“যোগাযোগ” বলতে বুঝাবে সকল ভাষা, লেখ্য রূপ, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, সহজে ব্যবহারোপযোগী[2] কম্পিউটার-ভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম; সেইসাথে লিখিত, শ্রুতিগোচর মাধ্যম, সরল ভাষা, মানব পাঠক এবং যোগাযোগের সহায়ক ও বিকল্প মাধ্যম ও প্রকরণসমূহ এবং ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

“ভাষা” বলতে বুঝাবে বাচনিক ও ইশারা ভাষা এবং অন্যান্য ধরনের অবাচনিক ভাষা;

“প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য” অর্থ হলো প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেকোন ভেদাভেদ, বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে

[1] Human rights instruments
[2] accessible

বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। চাহিদার ভিন্নতার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণের[3] প্রত্যাখ্যান করাসহ সকল ধরনের বৈষম্য এর অর্ন্তভূক্ত হবে।

"প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ" বলতে বুঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করা;

"সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা"[4] বলতে বুঝাবে উৎপাদিত পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের পরিকল্পনা, যা কোন রকমের অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন ছাড়াই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ব্যবহার-উপযোগী হবে। এই "সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা" প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণেকে বাদ দিয়ে প্রণীত হবেনা।

ধারা-৩: সাধারণ মূলনীতি

এই সনদের মূলনীতি হবে :

ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

খ) বৈষম্যহীনতা;

গ) পূর্ণ ও কার্যকর সমাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;

ঙ) সুযোগের সমতা;

চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;

ছ) নারী পুরুষের সমতা;

জ) প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশমান সামর্থ্যের এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ধারা-৪: সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনরকম বৈষম্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করবে। এই লক্ষ্যে শরিক রাষ্ট্র যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো :

(ক) এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও তার উন্নয়ন বিবেচনা করা;

(ঘ) এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা;

(ঙ) ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

---

[3] reasonable accommodation এর কিছু বাংলা প্রতিশব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার হলেও বলতে গেলে এর কোনটিই যথাযথ অর্থ প্রকাশ করে না। প্রতিবন্ধিতা অধিকার আন্দোলনে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত এই ধারণাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে সনদেই বলা আছে। তবে ইংরেজী থেকে এক কথায় প্রকাশ করা যথেষ্ট সহজ নয়। ধারণাটির সাথে মিল রয়েছে জেন্ডারের আলোচনায় practical gender needs এর সাথে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এনে তার স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশে পরিবর্তন-পরিমার্জন করা, যাতে সে বিনা-বাধায় সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার অন্যদের মতই সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। এতে করে তার জন্য বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছন্দ ও উপযোগী পরিবেশ তৈরি হবে। এটা না হওয়া অব্দি অ-প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিষ্ঠা করা ভাষা 'ওরা পারে না', 'পারবে না'- এসব চলতেই থাকবে। অ-প্রতিবন্ধী মানুষের তৈরি বিদ্যমান পরিবেশে পদে পদে বাধাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী মানুষ তার মত করে দুনিয়ার যে পরিবর্তন চায়, তার উপযোগী পরিবেশ গড়তে চায়, সনদে সেই দাবিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

[4] universal design কে কেউ কেউ সর্বজনীন নকশা বলে থাকেন। তবে এটি একটি পরিকল্পনার ধারণা। এই পরিকল্পনা মানুষের সকল ভিন্নতা এবং ভিন্ন-ভিন্ন চাহিদার কথা মনে রাখবে। কেবল ইমারত নির্মাণ নয়, সকল পরিকল্পনা যেন এই বৈশিষ্ট্যের হয়।

(চ) এই সনদের ২ নম্বর ধারার বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করবে, যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে; এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে সকলের জন্য উপযোগী নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;

(ছ) কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তির দিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা বা গবেষণায় উৎসাহ দেয়া ও উন্নয়ন করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাচলের সহায়ক উপকরণ, যন্ত্র ও সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ সহজলভ্য ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা;

(জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সহজলভ্য ও সহজে বোধগম্য তথ্যাবলি সরবরাহ করা;

(ঝ) এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিতকৃত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করা।

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের বিষয়ে প্রত্যেক শরিক রাষ্ট্র, উত্তরোত্তরভাবে এই অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের জন্য, এই সনদের অর্ন্তভূক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ ক্ষুন্ন না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মকাঠামোর ভেতরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে তার বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন ও প্রয়োগ, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের সংশ্লিষ্টতাও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

৪. এই সনদের কোন কিছুই কোন শরিক রাষ্ট্রের আইন বা সেই রাষ্ট্রে বলবৎ আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকতর উপযোগী কোন ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কোন আইন, সনদ, বিধান বা রীতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত কোন মৌলিক মানবিক অধিকার, এই সনদের কোন শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ থাকলে, যা এই সনদে স্বীকার করা হয়নি বা কম গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়েছে এই অজুহাতে তার উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ হবে না বা তা খর্ব করা যাবে না।

৫. এই সনদের বিধিবিধান কোন রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সব অংশেই প্রযোজ্য হবে।

ধারা-৫: সমতা ও বৈষম্যহীনতা

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, আইনের দৃষ্টিতে ও অধীনে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেই সমান আইনী সুরক্ষা ও সুবিধা ভোগ করবার অধিকারী।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করবে এবং যে কোন প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান ও কার্যকর আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৩. সমতা সমুন্নতকরণ ও বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত সমতা বর্ধন বা অর্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই সনদের শর্তাবলীর অধীনে বৈষম্য বলে বিবেচিত হবেনা।

ধারা-৬: প্রতিবন্ধী নারী

১. শরিক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লিখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৭: প্রতিবন্ধী শিশু

১. প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন অন্যান্য শিশুদের মতই সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শরিক রাষ্ট্র সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সকল কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিত হবে।

৩. শরিক রাষ্ট্র সকল প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে, অন্যান্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

ধারা-৮: সচেতনতা বৃদ্ধি

১. শরিক রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে:

ক) পরিবার পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক সকল ধরনের সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চার অবসানে সচেষ্ট হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে;

২. এ লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকবে :

ক) কার্যকর জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে :

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়গুলো আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়;

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শীতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে;

খ) শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকারের প্রতি সম্মানমুলক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করবে;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উৎসাহিত করবে।

ধারা-৯: সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে শরিক রাষ্ট্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্ত অন্যান্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করা; যা অপরাপর সকল বিষয়সহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

ক) ভবন, সড়ক, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন, চিকিৎসা সেবা ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন সুযোগ-সুবিধা।

খ) তথ্য, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবাসমূহ।

২. এছাড়াও শরিক রাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সকল সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ন্যূনতম মান ও নির্দেশিকা তৈরি, তার আইনী স্বীকৃতি ও প্রচার এবং পরিবীক্ষণ করবে;

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;

ঘ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবনসমূহে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সহজে পড়া ও বোঝা যায় এমনভাবে সঙ্কেত স্থাপন করবে;

ঙ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তি ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য গাইড, পাঠক ও পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষীসহ সরাসরি সহায়তা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করবে;

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রকারের যথাযথ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহিত করবে;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহার উৎসাহিত করবে;

জ) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অবাধে ব্যবহারযোগ্য[১] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিকল্পনা[২], উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণ উৎসাহিত করবে, যেন তা ন্যূনতম খরচে পাওয়া যায়।

ধারা-১০: জীবনের অধিকার

শরিক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার আছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন অন্যান্যদের মত পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে।

ধারা-১১: ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুসারে শরিক রাষ্ট্র সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১২: সমান আইনী স্বীকৃতি

১. শরিক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. শরিক রাষ্ট্র স্বীকার করবে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন।

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. শরিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত যথার্থ ও কার্যকর রক্ষাকবচ প্রণয়ন এবং প্রয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে। এরূপ রক্ষাকবচ আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী না হয় এবং অযাচিত প্রভাবমুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করবে। এই রক্ষাকবচ যেন ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়, ন্যূনতম সম্ভব সময়ের মধ্যে প্রযুক্ত হয় এবং তা যেন একটি সুযোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষিত হয় তাও নিশ্চিত করবে। যেসকল ব্যবস্থাদি ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারকে প্রভাবিত করে তার মাত্রা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি হয়।

৫. এই ধারার বিধান অনুযায়ী শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারি হওয়া, তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মত সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে জবরদস্তির মাধ্যমে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৩: সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার

১. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্যপ্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আইনী কার্যপ্রণালীতে তাদের কার্যকর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং অন্যান্যদের মত সমতার ভিত্তিতে কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্র পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৪: ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন :

(ক) ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করে;

(খ) বেআইনিভাবে বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেন তারা স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাধীনতা খর্ব হলে তা অবশ্যই আইন অনুমোদিত পদ্ধতিতে হতে হবে। প্রতিবন্ধিতা কোনক্রমেই স্বাধীনতা খর্বের কারণ হবে না।

[১] ধপপবংংরনষব অর্থে।

[২] ফবংরমহ অর্থে।

২. শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোন প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহলে তারা যেন অন্যান্যদের মতই সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে এই সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী যেন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ধারা-১৫: নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্তি

১. কোন ব্যক্তিকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ চিকিৎসা অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিশেষত, কোন ব্যক্তিকেই তার স্বেচ্ছা-সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবেনা।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপর যেকোন নির্যাতন কিংবা হিংস্র, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর কোন আচরণ বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য শরিক রাষ্ট্র অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সবধরনের কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৬: শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য শরিক রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারিদেরকে লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে শরিক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেইসাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষার সেবাসমূহ বয়স-ভিত্তিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক ও প্রতিবন্ধিতা-ভিত্তিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল।

৩. শরিক রাষ্ট্র সকল ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য পরিচালিত সকল সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।

৪. যেকোন ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে শরিক রাষ্ট্র সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসহ সকল যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই পুনরুদ্ধার ও মূল স্রোতে নিয়ে আসা এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে যা ব্যক্তির লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক চাহিদানুযায়ী তার সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র সমুন্নত রাখে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা সনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিচার নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্র নারী ও শিশু-বান্ধব আইন ও নীতিমালাসহ কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

ধারা-১৭: ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা

সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার আছে।

ধারা-১৮: চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা

১. শরিক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা, নিজ আবাসস্থল ও জাতীয়তা নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ও সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

(ক) যেকোন জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা না হয়;

(খ) প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন চলাচলের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে প্রয়োজনীয় জাতীয়তার সনদ অথবা পরিচয়সূচক অন্যান্য সনদ অর্জন করা, অধিকারী হওয়া ও ব্যবহার করা অথবা প্রাসঙ্গিক কোন কাজে যেমন বিদেশ গমনে ব্যবহার করতে বঞ্চিত না হন;

(গ) নিজের দেশসহ যেকোন দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমনের অধিকার সংরক্ষণ করেন;

(ঘ) জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

২. প্রতিবন্ধী শিশুরা জন্ম গ্রহণের পরপরই নিবন্ধিত হবে, জন্মের সাথেই একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকারী হবে এবং যতদূর সম্ভব, মাতাপিতার পরিচয় জানা ও তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

ধারা- ১৯: স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

এই সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহ, অন্যান্যদের মত সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের পছন্দ অনুযায়ী সমাজে বসবাস করার সম-অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের এই অধিকারের পুর্ণ উপভোগ বাস্তবায়ন করতে এবং সমাজে তাদের পুর্ণ একীভূতিকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিজ আবাসস্থল এবং তারা কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবেন তা অন্যান্যদের মত সমানভাবে বাছাই করার সুযোগ বিদ্যমান এবং তারা কোন বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নন।

খ) প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সহায়তাসহ সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা পৃথকীকরণ রোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিভিন্ন গৃহ-ভিত্তিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামুলক সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

গ) সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যমান সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান থাকবে। এসব সেবা ও সুবিধা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

ধারা-২০: ব্যক্তির চলাচলের অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারেন, শরিক রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী, সময়মত এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করা;

(খ) মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলাচল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব-সহযোগিতা যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পেতে পারেন, তার জন্য সহায়তা করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক-কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঘ) যারা সচলতা-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুত করেন, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা।

ধারা-২১: মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, শরিক রাষ্ট্র তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সঙ্গে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য ও ধারনা চাইতে, পেতে এবং বিনিময় করতে পারেন সে জন্যও এই সনদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

(ক) সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য প্রতিবন্ধিতার সকল ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছেও যথোপযুক্ত ব্যবহার-উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মত ও সম-মূল্যে প্রদান করা;

(খ) দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদানুযায়ী ইশারা ভাষা, ব্রেইল, কর্ম-সহায়ক ও বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রদান করা;

(গ) ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী উপায়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করতে আহ্বান করা;

(ঘ) গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারীদেরকে তাদের সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার-উপযোগী করতে উৎসাহিত করা;

(ঙ) ইশারা ভাষার স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

ধারা-২২: ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

১. বসবাসের স্থানে কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার গৃহে, পরিবারে বা যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বলপূর্বক, বে-আইনী অনুপ্রবেশ অথবা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের উপরও কোনরূপ বে-আইনী আক্রমণ করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরনের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. শরিক রাষ্ট্র অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

ধারা-২৩: গৃহ ও পরিবারের অধিকার

১. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন :

(ক) বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী ব্যক্তির মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্ম-বিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়। (গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

২. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিশুদের অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ এবং শিশু ও তার সম্পত্তির হেফাজত কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনে বিদ্যমান এ ধরনের অন্য যেকোন বিধানের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশুদের পারিবারিক জীবনলাভের সম-অধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা গোপন করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তার প্রতি অবহেলা ও তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রতিরোধের জন্য শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারকে আগেভাগে বিস্তারিত তথ্য, সেবা ও সমর্থন প্রদান করবে।

৪. শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে কোন শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত হয় যে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুটির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। পিতামাতার যেকোন জনের বা উভয়ের কিংবা শিশুর যে কারোর প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনভাবেই শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৫. কোন প্রতিবন্ধী শিশুকে তার নিকটতম পরিবার উপযুক্ত যত্ন নিতে না পারলে শরিক রাষ্ট্র শিশুটির বৃহত্তর পারিবারিক গণ্ডির মাধ্যমে যত্ন প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিফল হলে তার সমাজের মধ্যেই পারিবারিক আবহে যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-২৪: শিক্ষা

১. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। বৈষম্যহীন ও সম-সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শরিক রাষ্ট্র সকল স্তরে একটি একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করবে। যার উদ্দেশ্য হবে :

(ক) মানুষ হিসাবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্ম-মূল্যের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, মেধা, সৃজনশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ।

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা।

২. এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে :

(ক) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ব্যক্তি যেন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয়;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তার সমাজের সকলের মত সমানভাবে একটি একীভূত, মানসম্পন্ন অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়;

(গ) ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তার স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকেই যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়।

(ঙ) সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৩. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসেবে পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে ব্যক্তিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে। এই লক্ষ্যে, শরিক রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে :

(ক) ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও শৈলির ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড়-পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা;

(খ) ইশারা ভাষা শেখায় সহায়তা করা এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ভাষাগত পরিচয়কে সমুন্নত করা;

(গ) যেসকল ব্যক্তি, বিশেষত যে সকল শিশু দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও শ্রবণ-দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগের পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তা সর্বোচ্চ শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৪. এই অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতিতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য যোগাযোগের বিকাশমান ও বিকল্প পদ্ধতি, উপায় ও শৈলীর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

ধারা-২৫: স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনরূপ বৈষম্য না করে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্যমানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুনর্বাসনসহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে শরিক রাষ্ট্র :

(ক) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরন, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। ত্বরিৎ শনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(গ) গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ-এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যান্যদের মত সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

(ঙ) স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;

(চ) প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বৈষম্য বিলোপ করবে।

ধারা-২৬: আবাসন ও পুনর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সাথী-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, পূর্ণ শারিরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে, শরিক রাষ্ট্র সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে, শরিক রাষ্ট্র বিশেষত স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে সর্বসমন্বিত আবাসন ও পুনর্বাসন সেবা ও কর্মসূচিসমূহ এমনভাবে সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে, যাতে এই সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :

(ক) যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং আলাদা-আলাদা ব্যক্তিচাহিদা ও শক্তি-সামর্থ্যের বহুমাত্রিক-জ্ঞান-ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুরু হয়;

(খ) সেবামূলকভাবে সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ ও একীভূত হতে সহায়তা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কাছে তা সহজলভ্য হয় এবং এই সেবা ও সুবিধাসমূহ যেন গ্রামাঞ্চলসহ তাদের নিজ বসতির যতদূর সম্ভব নাগালের মধ্যে থাকে।

২. শরিক রাষ্ট্র আবাসন ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রারম্ভিক ও চলমান প্রশিক্ষণের প্রসারে সহযোগিতা করবে।

৩. শরিক রাষ্ট্র আবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি, এর সহজলভ্যতা, জ্ঞান ও ব্যবহার বিকশিত করবে।

ধারা-২৭: কর্ম ও কর্মসংস্থান

১. শরিক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মে-নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে পড়ে মুক্তভাবে পছন্দকরা কিংবা শ্রম বাজারে ও কর্ম পরিবেশে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য উন্মুক্ত, গ্রহণীয় এবং তাদের জন্য উপযোগী কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগের অধিকার। শরিক রাষ্ট্র আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতা অর্জনকারিদের জন্য কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে, এর সাথে আছে :

ক) কর্মে নিযুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগ ও কর্মসংস্থান, চাকুরির চলমানতা, পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশসহ সকল ধরনের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করবে;

খ) সম সুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং ক্ষোভ প্রশমনসহ কাজে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেতে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা করবে;

গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করবে;

ঘ) সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহে, কর্মনিযুক্তি পরিষেবায় এবং বৃত্তিমূলক ও চলমান প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সক্ষম করে তুলবে;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পেশাগত উন্নতি সাধন করবে। সেইসাথে চাকুরি অনুসন্ধান, প্রাপ্তি, বহাল থাকা এবং পুর্ননিযুক্তিতে সহায়তা দেবে।

চ) আত্ম-কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-উদ্যোগ, সমবায় গঠন এবং কারো নিজস্ব ব্যবসায় চালু করবার সুযোগ সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটাবে;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি চাকুরি খাতে নিয়োগ দান করবে;

জ) ইতিবাচক পদক্ষেপ কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

ঝ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের চাহিদার ভিন্নতার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে;

ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শ্রম বাজারে কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন উৎসাহিত করবে;

ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বৃত্তিমূলক ও পেশাগত পুনর্বাসন, কর্মে ধরে-রাখা এবং পুনরায় কাজে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি উৎসাহিত করবে;

২. শরিক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় এবং অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তারা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম হতে সুরক্ষিত।

ধারা-২৮: সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা

১. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের সন্তোষজনক মানের ক্রমাগত উন্নয়নের স্বীকৃতি দেবে। শরিক রাষ্ট্র এই সকল অধিকার অর্জনে সহায়তা দেবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় তার জন্য রক্ষাকবচ তৈরি করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

২. শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সুরক্ষা এবং তা উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় সে অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। সেজন্য এই সকল অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে রয়েছে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সুপেয় পানীয় জলের পরিষেবা পাবার সমানাধিকার এবং যথাযথ ও সাধ্য অনুযায়ী পরিষেবা, উপকরণ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র্য দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দারিদ্র-পীড়িত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুপরামর্শ, আর্থিক সহায়তা এবং বিশ্রাম সেবাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধিতা-বরাদ্দে অধিকার নিশ্চিত করা;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গণ-আবাসন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা ও কর্মসূচিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

ধারা-২৯: রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের মতই সমতার ভিত্তিতে তা উপভোগের সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং :

ক) নিশ্চিত করবে যে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সরাসরি কিংবা অবাধে বেছে নেয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে রাষ্ট্র :

(১) নিশ্চিত করবে যে, ভোট প্রদানের পদ্ধতি, সুবিধাদি এবং উপকরণাদি যথোপযুক্ত, বাধাহীন, বোধ্যগম্য ও অনায়াসে ব্যবহারোপযোগি।

(২) কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচনে ও গণভোটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবার অধিকার এবং নির্বাচনে অংশ নেবার, কার্যকরভাবে দপ্তর পরিচালনা এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সে অনুযায়ী সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করবে;

(৩) নির্বাচক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবাধে মতামতের প্রকাশ এবং এই লক্ষ্যে, যেখানে প্রয়োজন, তাদের অনুরোধে, তাদের নিজেদের পছন্দের কাউকে সহায়তার জন্য সাথে নিয়ে ভোট প্রদানে অনুমতির নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

খ) সক্রিয়ভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বৈষম্যহীনভাবে এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে জন-জীবনে কার্যকর ও পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জন-জীবনে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, এর মধ্যে রয়েছে :

(১) বেসরকারি সংগঠন এবং দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ও তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ;

(২) আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন তৈরি ও তাতে যোগদান।

ধারা-৩০: সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. শরিক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। শরিক রাষ্ট্র উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ :

ক) তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত সাংস্কৃতিক উপকরণ পায় ও তা উপভোগ করতে পারে;

খ) তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে পারে;

গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পরিষেবার স্থান, যেমন, মঞ্চনাটক, জাদুঘর, চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার ও পর্যটন পরিষেবা এবং যতটা সম্ভব, স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে সহজে যেতে পারে এবং তা উপভোগ করতে পারে।

২. শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নয়, সার্বিক সমাজিক উন্নয়নের জন্য শরিক রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার বিকাশ ও তা ব্যবহারের সুযোগ পায়।

৩. শরিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুতসই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে, যে সকল আইন মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা করছে, তা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক উপকরণ ব্যবহারে ও উপভোগে কোনরূপ অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে ইশারা ভাষা ও ইশারা ভাষাগোষ্ঠির সংস্কৃতিসহ তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে শরিক রাষ্ট্র নিম্নলিখিত লাগসই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

ক) মূলধারার খেলাধুলার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-উপযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ করবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সঠিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ বরাদ্দ উৎসাহিত করবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটন স্থলে বিনা বাধায় প্রবেশ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

ঘ) অন্যান্য শিশুদের মতই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল-ভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, বিনোদন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের পরিষেবা প্রাপ্তি ও উপভোগ নিশ্চিত করবে।

ধারা-৩১: পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহ

১. এই সনদ কার্যকর করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শরিক রাষ্ট্র নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিসংখ্যানগত ও গবেষণালব্ধ উপাত্তসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একান্ত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনসহ, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকবচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

খ) পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহার মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২. এই ধারা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এই সনদের অধীনে শরিক রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন মূল্যায়নে সহায়তার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যেসকল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়, তা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে;

৩. শরিক রাষ্ট্র এই সকল পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য তার প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

ধারা-৩২: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১. শরিক রাষ্ট্র এই সনদের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয়-পর্যায়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন ও বিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেবে। এক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সুশীল সমাজ, বিশেষকরে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে :

ক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তাদের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করে;

খ) তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বিনিময়সহ যেন সক্ষমতা-উন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থনদান করে;

গ) গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সহযোগিতা যেন উৎসাহিত করে;

ঘ) সহজলভ্য ও ব্যবহার-উপযোগী সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের বিনিময় এবং উপভোগ উৎসাহিত করাসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে যেন যথাযথ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে;

২. এই ধারার বিধানসমূহ এই সনদের অধীনে প্রত্যেক শরিক রাষ্ট্রের নিজ-নিজ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে না।

ধারা-৩৩: জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. শরিক রাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকির জন্য সরকারের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে। বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয়-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে;

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সনদের বাস্তবায়ন, উৎসাহদান, সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণ করতে, যথোপযুক্ত এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ, একটি কর্মকাঠামো সক্রিয় করা, শক্তিশালী করা, নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করবে। এই ধরনের ব্যবস্থা নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সময় শরিক রাষ্ট্র মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা ও কার্যকারিতা-সংশ্লিষ্ট মৌলনীতিসমূহ বিবেচনায় আনবে।

৩. সুশীল সমাজ, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারি সংগঠনসমূহ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

ধারা-৩৪: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে (পরবর্তীকালে এটি “কমিটি” হিসেবে নির্দেশিত হবে), যেটি এই ধারায় প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে;

২. এই সনদ বলবৎ হবার সময় বার জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। সনদে অতিরিক্ত ষাটটি অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের পর আরো ছয়টি সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ আঠারো সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হবে।

৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তাঁরা সুউচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হবেন। এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে তাঁরা স্বীকৃত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রার্থী মনোনয়নে শরিক রাষ্ট্রকে এই সনদের ৪ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ শরিক রাষ্ট্রের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সমানুপাতিক ভৌগোলিক বন্টন, বিভিন্ন ধরনের সভ্যতা ও প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহের প্রতিনিধিত্ব, ভারসাম্যমূলক লিঙ্গীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজ্ঞ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা হবে।

৫. শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। ওই সকল সভায় শরিক রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের

উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। শরিক রাষ্ট্রের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং ভোটদাতা শরিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির জন্য নির্বাচিত হবেন।

৬. এই সনদ বলবৎ হবার তারিখের ছয় মাস পার হবার আগেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি নির্বাচনের ন্যূনতম চার মাস পূর্বে, জাতিসংঘের মহাসচিব শরিক রাষ্ট্রসমূহকে চিঠির মাধ্যমে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। মহাসচিব এর পর এভাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের নাম মনোনয়ন দানকারী শরিক রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ-পূর্বক বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং এই সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহের নিকট পেশ করবেন।

৭. কমিটির সদস্যবৃন্দ চার বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাঁরা কেবল একবার পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ছয় জন সদস্যের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হবার সাথে-সাথে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ছয় সদস্যের নাম সভার সভাপ্রধান কর্তৃক এই ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

৮. কমিটির ছয়জন অতিরিক্তি সদস্যের নির্বাচন এই ধারার সংশ্লিষ্ট অনুবিধি অনুসারে নিয়মিত নির্বাচনের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

৯. যদি কমিটির কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন বা পদত্যাগ করেন কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি আর তাঁর কর্তব্য পালনে সক্ষম না হন, সেক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্র তাঁর স্থলে এই ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের বাকিসময় কাজ করতে আরেকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. কমিটি এর কর্মপরিচালনা পদ্ধতির বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে।

১১. জাতিসংঘের মহাসচিব প্রারম্ভিক সভা আহ্বান করবেন এবং এই সনদের অন্তর্গত কমিটির কার্যকর কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের শর্তাবলীর ভিত্তিতে এবং কমিটির দায়িত্বের গুরুত্বের বিবেচনায় জাতিসংঘের সম্পদ থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন।

১৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘের সুবিধাভোগ ও দায়মুক্তি সনদের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত জাতিসংঘের মিশনের বিশেষজ্ঞবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদি ও দায়মুক্তির সুযোগ পাবেন।

ধারা-৩৫: শরিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদন

১. প্রত্যেক শরিক রাষ্ট্র এই সনদ বলবৎ হবার দুই বছরের মধ্যে এই সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্র সেই প্রেক্ষিতে অর্জিত অগ্রগতি উল্লেখ-পূর্বক জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহ পরবর্তীতে ন্যূনতম প্রতি চার বছরে একটি এবং কমিটির অনুরোধে যেকোন সময় সনদ-বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩. কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ্যনীয় বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪. কোন শরিক রাষ্ট্র কমিটির নিকট প্রাথমিক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করে থাকলে তাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বে উল্লেখিত তথ্যাবলী পূনরায় উল্লেখ করতে হবে না। কমিটির কাছে পেশ করার জন্য শরিক রাষ্ট্রসমূহ একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সনদের ৪ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

৫. প্রতিবেদনে এই সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারি উপাদানসমূহ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

ধারা-৩৬: প্রতিবেদন বিবেচনা

১. কমিটি প্রতিটি প্রতিবেদনই বিবেচনায় আনবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী প্রতিবেদনের ওপর নির্দেশনা ও সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করে সেগুলা সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে। শরিক রাষ্ট্র পছন্দসই যেকোন তথ্য যোগ করে কমিটির কাছে উত্তর পাঠাতে পারবে। কমিটি এর পরেও শরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই সনদ বাস্তবায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোন তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করতে পারবে।

২. যদি কোন শরিক রাষ্ট্র প্রতিবেদন পেশ করায় লক্ষ্যণীয়রূপে বিলম্ব করে, তাহলে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে নোটিশ পাঠাবে। নেটিশ দেবার তিন মাসের ভেতর প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে এরূপ পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করবে। এর জবাবে শরিক রাষ্ট্র প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করলে সেক্ষেত্রে এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

৩. জাতিসংঘের মহাসচিব সকল শরিক রাষ্ট্রের কাছে প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন।

৪. শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ-নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে এবং এইসকল প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশমালা জানতে জনগণকে উৎসাহিত করবে।

৫. কমিটি কারিগরি পরামর্শ বা সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ শরিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘের তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করবে।

ধারা-৩৭: কমিটি ও শরিক রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃসহযোগিতা

১. প্রত্যেক শরিক রাষ্ট্র কমিটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এই কমিটির সদস্যবর্গকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

২. শরিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে কমিটি এই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

ধারা-৩৮: অন্যান্য অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটির সম্পর্ক

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি এবং সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে :

ক) বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কমিটি, তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী, বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সুদক্ষ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে ঐসব সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। কমিটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে তাদের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এই সনদের বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতেও অনুরোধ করতে পারবে।

খ) কমিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করবে। এই পরামর্শের লক্ষ্য হবে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নির্দেশিকা, পরামর্শ এবং সাধারণ সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।

ধারা-৩৯: কমিটির প্রতিবেদন

কমিটি প্রতি দুই বছর অন্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেইসাথে কমিটি শরিক রাষ্ট্রের পেশকৃত প্রতিবেদন ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ কিংবা সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রতিবেদনে এরূপ পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে শরিক রাষ্ট্রের কোন মন্তব্য থাকলে তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ধারা-৪০: শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোন বিষয় বিবেচনার জন্য নিয়মিত শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবে।

২. এই সনদ বলবৎ হবার ছয় মাস অতিবাহিত হবার পূর্বেই জাতিসংঘের মহাসচিব শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন আহ্বান করবেন। পরবর্তী সভাসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে কিংবা শরিক রাষ্ট্রসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বান করবেন।

ধারা-৪১: সংরক্ষক

জাতিসংঘের মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষক হবেন।

ধারা-৪২: স্বাক্ষর

এই সনদ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৩: সম্মতির বাধ্যবাধকতা

এই সনদ স্বাক্ষরকারি রাষ্ট্রসমূহের অনুস্বাক্ষর এবং স্বাক্ষরকারি আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবে। স্বাক্ষর করেনি এমন রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার বিবেচনার জন্য এই সনদ উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৪: আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদের আওতাভুক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক

স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে সংরক্ষককে অবহিত করবে।

২. এই সনদে "শরিক রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরনের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শীতার সীমার মধ্যে।

৩. এই সনদের ৪৫ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ৪৭ নম্বর ধারার ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শীতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই সনদ স্বাক্ষরকারী তাদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। সনদের কোন শরিক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরনের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

ধারা-৪৫: কার্যকারিতা

১. এই সনদ বিশতম অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদন লাভ করবার দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

২. সনদে প্রত্যেক শরিক রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার অনুস্বাক্ষর, আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ কিংবা সম্মতিজ্ঞাপনের পরে, এ ধরনের সর্বমোট বিশটি সমর্থন অর্জিত হলে, প্রত্যেক শরিক রাষ্ট্রের সম্মতিজ্ঞাপনের দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে সনদটি কার্যকর হবে।

ধারা-৪৬: আপত্তি

১. এই সনদের উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যেকোন সময় প্রত্যাহার করা যাবে।

ধারা-৪৭: সংশোধনী

১. যেকোন শরিক রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই সনদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যেকোন প্রস্তাবিত সংশোধনী শরিক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরনের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি শরিক রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত শরিক রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল শরিক রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে।

২. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যেকোন শরিক রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল শরিক রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

৩. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন সংশোধনী, যা একান্তভাবে ৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর ধারার সাথে সম্পর্কিত, দুই তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

ধারা-৪৮: সমর্থন প্রত্যাহার

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন শরিক রাষ্ট্র এই সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে তথা তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। এই শরিকানা বা সমর্থন প্রত্যাহার মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

ধারা-৪৯: সহজে ব্যবহার উপযোগী শৈলী বা ফরম্যাট

এই সনদ সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ শৈলী বা ফরমেটের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

ধারা-৫০: প্রামাণ্য পাঠ

এই সনদের আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই সনদে স্বাক্ষর করলেন।

৪.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরিক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হয় :

ধারা-১

১. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরিক রাষ্ট্র ("শরিক রাষ্ট্র") স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটির ("কমিটি") কোন শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক সনদের বিধিবিধান লঙ্ঘনের শিকার হিসেবে দাবিদার এখতিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট হতে বা তাদের পক্ষে অভিযোগ গ্রহণ এবং বিবেচনা করার যোগ্যতা রয়েছে।

২. সনদের শরিক কিন্তু এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরিক নয় এমন কোন রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ কমিটি গ্রহণ করবে না।

ধারা-২

কমিটি কোন অভিযোগকে অগ্রহণীয় বলে বিবেচনা করবে যদি :

(ক) অভিযোগটি বেনামি হয়;

(খ) অভিযোগটি যদি অভিযোগ দায়ের করবার অধিকারের অপব্যবহার হয় কিংবা সনদের বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়;

(গ) কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে পরীক্ষিত একই বিষয় অথবা তা অন্য কোন আন্তর্জাতিক তদন্ত বা সালিশ কার্যক্রমের অধীনে পরীক্ষিত হয়েছে বা হচ্ছে;

(ঘ) বিদ্যমান সকল স্থানীয় সমাধান-ব্যবস্থাদির দ্বারস্থ না হয়েই করা হয়। এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না যদি স্থানীয় সমাধান-ব্যবস্থার ফল পেতে অযথা বিলম্ব হয় অথবা তা থেকে কার্যকর সমাধান পাবার সম্ভাবনায় সন্দেহ থাকে;

(ঙ) অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই করা হয়ে থাকে। কিংবা যদি;

(চ) সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রের প্রতি অভিযোগের ঘটনাবলী এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান কার্যকর হবার পূর্বে ঘটে থাকে, যদি না সেই সকল ঘটনা উক্ত তারিখের পরেও চলতে থাকে।

ধারা-৩: এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ২ নম্বর ধারার বিধানাবলী অনুসারে, কমিটি তার নিকট গোপনীয়ভাবে প্রেরিত কোন অভিযোগ বিষয়ে রাষ্ট্র পক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অভিযোগপ্রাপ্ত রাষ্ট্র ছয় মাসের মধ্যে কমিটির নিকট ঘটনার ও তার সমাধানে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকলে, তা সহ লিখিত ব্যাখ্যা বা বিবৃতি প্রেরণ করবে।

ধারা-৪:

১. অভিযোগ প্রাপ্তির পরে যেকোন সময় এবং অভিযোগ আমলযোগ্য কিনা তা বিবেচনায় নেবার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সম্ভাব্য অপূরণীয় ক্ষতি এড়াতে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য যথোপযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে পারবে।

২. এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা বা আমলযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিটির স্বীয় বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-৫

কমিটি এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান বিষয়ক কোন অভিযোগ পরীক্ষা করতে রূদ্ধদ্বার বৈঠক করবে। অভিযোগ বিষয়ে যদি কোন নির্দেশ ও সুপারিশ থাকে তবে কমিটি তা সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্র ও আবেদনকারির বরাবর প্রেরণ করবে।

ধারা-৬

১. কোন শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহের গুরুতর বা ক্রমাগত লঙ্ঘনের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে সহায়তার এবং উক্ত তথ্য সংক্রান্ত মতামত প্রদানের আহ্বান জানাবে।

২. সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত কোন মতামত বা প্রাপ্ত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বিবেচনা করে ঐ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা ও জরুরি ভিত্তিতে কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটি তার এক বা একাধিক সদস্যকে নিয়োগ করতে পারে। তদন্তের প্রয়োজনে এবং সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ঐ রাষ্ট্র পরিদর্শনও এরূপ তদন্তের অংশ হতে পারে।

৩. এরূপ তদন্তের ফলাফল যাচাইয়ের পর কমিটি তার মন্তব্য এবং সুপারিশসহ তা সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে।

৪. কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তদন্তের ফলাফল, মন্তব্য ও সুপারিশ পাবার ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্র কমিটিকে তার অভিমত অবহিত করবে।

৫. এরূপ তদন্ত গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হবে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে শরিক রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হবে।

ধারা-৭

১. কমিটি সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ৬ নম্বর ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত তদন্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ, সনদের ৩৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী তার প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

২. কমিটি, প্রয়োজনবোধে, ৬ নম্বর ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর প্রয়োজনে কোন সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রকে এরূপ তদন্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের ব্যাপারে কমিটিকে অবহিত করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

ধারা-৮

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষর বা অনুস্বাক্ষরের সময় বা পরবর্তীতে এর শরিক হবার সময় কোন শরিক রাষ্ট্র ৬ ও ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত কমিটির যোগ্যতা অস্বীকারের ঘোষণা দিতে পারবে।

ধারা-৯

জাতিসংঘের মহাসচিব এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের সংরক্ষক হবেন।

ধারা-১০

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-১১

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যারা সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে বা সম্মতি প্রদান করেছে কেবল সে সকল রাষ্ট্রই এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুস্বাক্ষর করতে পারবে। এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের মধ্যে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ অনুমোদন করেছে বা তাতে সম্মত হয়েছে, তাদেরকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিতে হবে। যেসব রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয়ক সংস্থা ইতোমধ্যেই সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিয়েছে বা তাতে সম্মত হয়েছে কিন্তু এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান স্বাক্ষর করেনি, তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-১২

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের আওতাভূক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপ্তি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে সংরক্ষককে অবহিত করবে।

২. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানে উল্লেখিত "শরিক রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরনের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শীতার সীমার মধ্যে।

৩. এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ১৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শীতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী তাদের শরিক রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোন শরিক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরনের সংস্থা তার

ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয়ক সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন শরিক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

ধারা-১৩

১. সনদ কার্যকর হওয়া সাপেক্ষে, অনুসাক্ষর বা অনুমোদনের দশম দলিল জমা হবার ত্রিশতম দিবস থেকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান কার্যকর হবে।

২. এরূপ দশটি দলিল জমা হবার পর এই বিধিবিধান অনুস্বাক্ষরকারি বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন প্রদানকারী বা এতে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার ক্ষেত্রে, তাদের নিজ নিজ দলিল জমা দেবার ত্রিশতম দিবস থেকে এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান কার্যকর হবে।

ধারা-১৪

১. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যেকোন সময় তুলে নেয়া যেতে পারে।

ধারা-১৫

১. যেকোন শরিক রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যেকোন প্রস্তাবিত সংশোধনী শরিক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরনের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি শরিক রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত শরিক রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল শরিক রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

২. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যেকোন শরিক রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল শরিক রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

ধারা-১৬

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেকোন শরিক রাষ্ট্র এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ ও তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। সমর্থনের প্রত্যাহার মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

ধারা-১৭

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট বা শৈলীর মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

ধারা-১৮

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানে স্বাক্ষর করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৯ অক্টোবর, ২০১৩ (২৪ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০১৩ সালের ৩৯নং আইন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:– (১) এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের-

(ক) ধারা ৩১ ও ৩৬ ব্যতীত অবশিষ্ট ধারা ও তফসিল অবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং

(খ) ধারা ৩১ ও ৩৬, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:- বিষয় বা প্রসঙ্গেও পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "উপজেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;
(২) "একীভূত শিক্ষা" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন;
(৩) "কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমত, জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা কোন জেলা কমিটি বা কোন উপজেলা কমিটি বা কোন শহর কমিটি;
(৪) "জাতীয় নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;
(৫) "জাতীয় সমন্বয় কমিটি" অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;
(৬) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২১ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় জেলা কমিটি;
(৭) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;
(৮) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
(৯) "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যেকোন কারনে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধাার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারনে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহনে বাধাপ্রাপ্ত হন;
(১০) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি;
(১১) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার" অর্থ ধারা ১৬ তে উল্লিখিত এক বা একাধিক যে কোন অধিকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোন অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার;
(১২) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বয়ং বা যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে তাহাদের পিতা-মাতা বা বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক তাহাদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষার জন্য গঠিত ও পরিচালিত কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান;
(১৩) "প্রবেশগম্যতা" অর্থ ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, তথ্য, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সম আচরণ প্রাপ্তির অধিকার;

(১৪) "প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা (reasonable accommodation) অর্থ প্রয়োজনীয় এবং যর্থাথ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যাহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

(১৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)

(১৬) "বাংলা ইশারা ভাষা" অর্থ শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রণীত ইশারা ভাষা, যাহা তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে উৎসারিত এবং অন্যান্য ভাষার মতই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল;

(১৭) "বিচারগম্যতা" (Access to Justice) অর্থ সকল আইনী কার্যধারায়, যেমন: অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য প্রদান, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির, পদ্ধতিগত ও বয়স উপযোগী সুবিধাসহ, সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার;

(১৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি

(১৯) "বিশেষ শিক্ষা" অর্থ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোন আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান;

(২০) "বৈষম্য" অর্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অন্যায্য আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড উক্ত অন্যায্য আচরণের অর্ন্তভূক্ত হইবে, যথা:-
(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা;
(খ) পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা;
(গ) প্রতিবন্ধী হিসাবে প্রাপ্য কোন সুযোগ বা সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি বা কম সুযোগ সুবিধা প্রদান; এবং
(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকাণ্ড।

(২১) "ব্রেইল (braille)" অর্থ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট বর্ণমালা;

(২২) "শহর কমিটি" অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি;

(২৩) "শহর এলাকা" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অ ধিদপ্তরের কোন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(২৪) "সচিব" অর্থে সিনিয়র সচিবও অর্ন্তভূক্ত হইবেন;

(২৫) "সমন্বিত শিক্ষা" অর্থ মূলধারার বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা;

(২৬) "সমাজভিত্তিক পুর্নবাসন" অর্থ সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহাকে কোন বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাহার উন্নয়ন প্রয়াস;

(২৭) "সুরক্ষা" অর্থ, সার্বিক অর্থকে সীমিত না করিয়া, তফসিলে উল্লিখিত কোন কর্মকাণ্ড;

(২৮) "সমান আইনী স্বীকৃতি (equal recognition before the law)" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান আইনী কর্তৃত্ব (legal capacity) ভোগ;

(২৯) "স্ব-স্বহায়ক সংগঠন" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহাদের পরিবারের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় গঠিত ও পরিচালিত কোন সংগঠন।

৩। প্রতিবন্ধিতার ধরন:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders)
(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability)
(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability)
(ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability)
(ঙ) বাক প্রতিবন্ধিতা (speech disability)
(চ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (intellectual disability)
(ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (hearing disability)
(জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindedness)
(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy)
(ঞ) ডাউন সিনড্রোম (down syndrome)
(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability) এবং
(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability)

৪। অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders):- যাহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ),

(চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) তে বর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহার অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগ সীমাবদ্ধতা;
(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;
(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;
(ঘ) শ্রবণ, দর্শণ, গন্ধ, স্বাদ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;
(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোন প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনী;
(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;
(ছ) চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা (বুব পড়হঃধপঃ)
(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা, অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
(ঝ) অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি;
(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবণতা; এবং
(ট) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, গেজেটে নোটিফিকেশনের দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য।

[ব্যাখ্যা: অটিজম মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এইরূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয়মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিত গঠনে কোন সমস্যা বা ত্রুটি থাকেনা এবং তাহাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।]

৫। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability) নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি "শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; বা

(খ) কোন হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; বা

(গ) স্নায়ুবিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।

৬। মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability):- সিজোফ্রেনিয়া বা অনুরূপ ধরনের কোন মনস্তাত্বিক সমস্যা, যেমন- ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা বা ফোবিয়াজনিত কোন মানসিক সমস্যা, যাহার কারণে কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্ত হয়, তিনি মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৭। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability):-নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি "দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (blindness)

(অ) উভয় চোখে একেবারেই দেখিতে না পারা; বা
(আ) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (visual acuity) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম; বা
(ই) দৃষ্টি ক্ষেত্র (visual field) ২০ডিগ্রী বা উহার চাইতে কম;

(খ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা (partial blindness), যথা:- এক চোখে একেবারেই দেখিতে না পারা;

(গ) ক্ষীণদৃষ্টি (low vision)

(অ) উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখিতে পারা; বা
(আ) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (visual acuity) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬০/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে; বা
(ই) দৃষ্টি ক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রী হইতে ৪০ ডিগ্রীর মধ্যে।

৮। বাক প্রতিবন্ধিতা (speech disability):-নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি " বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) একেবারে কথা বলিতে না পারা;

(খ) সাধারণ কথোপকথনে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজাইয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা; বা

(গ) কণ্ঠনালী ও গলার স্বর বা বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি, ক্ষতিগ্রস্ততা বা সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ তৈরি ও উচ্চারণে সমস্যা; বা

(ঘ) বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, ত্রুটি বা ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে বাধাহীনভাবে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- তোতলামো।

৯। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (intellectual disability)ঃ নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি " বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা; বা

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন-কার্যকরণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান; বা

(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা

(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম।

১০। শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (hearing disability) (১) শব্দের তীব্রতা ৬০ ডেসিবল এর নিম্নে হইলে শুনিতে না পাওয়া ব্যক্তি 'শ্রবণ প্রতিবন্ধী' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সম্পূর্ণ শ্রবণহীনতা (complete deafness):- উভয় কানে একেবারেই শুনিতে না পারা; বা

(খ) আংশিক শ্রবণহীনতা (partial deafness):- এক কানে একেবারেই শুনিতে না পারা; বা

(গ) ক্ষীণ শ্রবণ(hard of hearing):- উভয় আংশিক বা কম শুনিতে পারা বা কখনো কখনো শুনিতে না পারা।

১১। শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindedness) :- (১) কোন ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে শ্রবণ ও দৃষ্টির আংশিক বা পূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে এবং উহার ফলে যোগাযোগ, বিকাশ এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হইলে, তিনি 'শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা;

(খ) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও অন্য কোন প্রতিবন্ধিতা;

(গ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয় গত প্রক্রিয়ায় সমস্যা;

(ঘ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার ক্রমাবনতি।

১২। সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy):- (১) অপরিণত মস্তিস্কে কোন আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোন ব্যক্তির,-

(ক) সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা, যাহা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে;

(খ) এইরূপ ক্ষেত্রে মস্তিস্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং

(গ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়,- তাহা হইলে তিনি 'সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হইবে নিম্নররূপ, যথা:-

(ক) পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা;
(খ) হাত বা পায়ের সাধারণ নাড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;
(গ) স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা;
(ঘ) দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা;
(ঙ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা;
(চ) যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা
(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া।

১৩। ডাউন সিনড্রোম (down syndrome):- কোন ব্যক্তির মধ্যে বংশানুক্রমিক () কোন সমস্যা, যাহা ২১তম ক্রোমোসোমের জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাহার মধ্যে মৃদু হইতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়ড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তিনি 'ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৪। বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability):- কোন ব্যক্তির মধ্যে, ধারা ৪ হইতে ১২ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে একাধিক প্রতিবন্ধিতা পরিলক্ষিত হইলে তিনি 'বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৫। অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability):-কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ধারা ৪ হইতে ১৩ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতা ব্যতীত এইরূপ অন্য কোন অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে যাহা তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপন,

বিকাশ ও চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করিলে উক্ত ব্যক্তিও, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৬। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার:- (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধিবিধানের সামগ্রিকভাবে ক্ষুন্ন না করিয়া, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকিবে, যথা:-

(ক) পূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকা ও বিকশিত হওয়া;
(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা;
(গ) উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি;
(ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি;
(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;
(চ) প্রবেশগম্যতা;
(ছ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;
(জ) শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ;
(ঝ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি;
(ঞ) কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকিবার, অন্যথায়, যথাযথ পুর্নবাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি;
(ট) নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি;
(ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি;
(ড) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' (reasonable accommodation) প্রাপ্তি;
(ঢ) শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুর্নবাসন সুবিধাপ্রাপ্তি;
(ণ) মাতা- পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা- পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুর্নবাসন;
(ত) সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;
(থ) শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ;
(দ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;
স্ব- সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা;
জাতীয় পরিচয় পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং
সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন অধিকার।

(২) কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোন প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।

১৭ । জাতীয় সমন্বয় কমিটিঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন হইবে, যথাঃ

ক। মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন।

খ। স্পিকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারদলীয় এবং অন্যজন প্রধান বিরোধীদলীয় হইবেন।

গ। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়;

ঘ। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়;

ঙ। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রনালয়;

চ। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়;

ছ। সচিব, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়;

জ। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়;

ঝ। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়;

ঞ। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়;

ট। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়;

ঠ। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রনালয়;

ড। সচিব, তথ্য মন্ত্রনালয়;

ঢ। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়;

ণ। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

ত। সচিব, অর্থ বিভাগ;

থ। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

দ। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

ধ। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

ন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪(চার) জন মহিলা এবং ৩(তিন) জন পুরুষ প্রতিনিধি;

প। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউনডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন;

১৮। জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

ক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রনালয় বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

খ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি-বিধানের উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

গ। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ঘ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোন মন্ত্রনালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা কমিটিসমূহকে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান।

ঙ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকারকে যে কোন সুপারিশ প্রদান; এবং

চ। অনুরূপ অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন।

১৯। জাতীয় নির্বাহী কমিটিঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি নামে এটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ

ক। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

খ। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

গ। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রনালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঘ। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঙ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

চ। প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ছ। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

জ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঝ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঞ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ট। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঠ।অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ড। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঢ।স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ণ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব- সহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন মহিলা এবং ২(দুই) জন পুরুষ প্রতিনিধি;

ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, যিনি উহার সদস্য- সচিব ও হইবেন।

২০। **জাতীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ** জাতীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

ক। সরকার ও জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন বা কমিটিসমূহকে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান এবং উহাদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

গ। কমিটির কার্যাবলি পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

ঘ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

ঙ। জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নিরধারিত অন্যকোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন।

২১। জেলা কমিটি (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ

ক। জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

খ। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

গ। সিভিল সার্জন;

ঘ। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

ঙ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

চ। গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী;

ছ। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী

জ। জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

ঝ। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

ঞ। জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সাধারণ সম্পাদক;

ট। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

ঠ। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশিণ্টষ্ট জেলার সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি;

ড। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন , যদি থাকে, হইতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন মহিলা সহ অনধিক ২(দুই) জন প্রতিনিধি;

ঢ। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, যিনি উহার সদস্য সচিব ও হইবেন;

(২) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য উপ ধারা ১(এক) বর্ণিত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে , উক্ত জেলার কোন মহিলা সংসদ সদস্য থাকিলে, মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে , উক্ত মহিলা সংসদ সদস্য কে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

২২। জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি ঃ জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ , যথাঃ

(ক) সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(গ) সকল উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান; এবং

(ঘ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২৩। উপজেলা কমিটিঃ (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(গ)স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী ;

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ছ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(জ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি;

(ঝ) পৌরসভা, যদি থাকে, মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি;

(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২(দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন;

(২) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপধারা (১) এ উল্লিখিত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত শহর এলাকা , যদি থাকে ,ব্যতীত সমগ্র উপজেলার আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং যদি উপজেলার অন্তর্গত কোন পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদপ্তরে বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় না থাকে, তবে উপজেলা কমিটি উক্ত পৌরসভাতেও উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৪। শহর কমিটিঃ (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে , সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শহর এলাকা বা এলাকাসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি নামে এক বা, ক্ষেত্রমত, একাধিক কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(গ) সিটি কর্পোরেশনের বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক মনোনীত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল);

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন , যদি থাকে, হইতে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২(দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(জ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার আওতাধীন শহর এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেডিকেল অফিসার;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, যদি থাকে, হইতে পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২(দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(ছ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপধারা (১) এর অধিন গঠিত শহর কমিটি বা ক্ষেত্রমত, কমিটিসমূহে সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের এখতিয়ারধিন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৪)কোন সিটি কর্পোরেশনে একটি মাত্র ইউসিডি কার্যালয় থাকিলে উক্ত সিটি কর্পোরেশনে একটি শহর কমিটি গঠিত হইবে যাহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং যেক্ষেত্রে কোন সিটি কর্পোরেশনে একাধিক ইউসিডি কার্যালয় থাকিবে, সেইক্ষেত্রে ইউসিডি কার্যালয়ের সংখ্যা অনুযায়ী শহর কমিটি গঠিত হইবে এবং আঞ্চলিক কার্যালয় থাকিলে , উহার

সভাপতি হইবেন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় না থাকিলে উহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ।

(৫) উপধারা (২) এর অধিন গঠিত শহর কমিটি, সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়-

(ক) "আঞ্চলিক কার্যালয় " অর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে অঞ্চলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় অবস্থিত, সেই অঞ্চলের সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়;

(খ) "আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা " অর্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) "শহর সমাজসেবা কার্যক্রম " বা " ইউসিডি " অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম; এবং

(ঘ) "সিটিকর্পোরেশন " অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৬০ নং আইন) এর অধিন প্রতিষ্ঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন।

২৫। উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি: উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতি ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর এলাকায় বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণ;

(গ) উপজেলা ও শহর এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন প্রেরন;

(ঙ) উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত বা অর্জিত কোন সম্পত্তি কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখাশুনা করিতে অসমর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনে, উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে কমিটি স্বয়ং বা তদাকর্তৃক যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, লভ্যাংশ বা মুনাফা, যদি থাকে, নিয়মিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে এবং কমিটিকে, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে, উক্ত সম্পত্তির হালনাগাদ হিসাব ও সুরক্ষার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে;

(চ) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান; এবং

(ছ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন।

২৬। মনোনীত সদস্যের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, পদত্যাগ, ইত্যাদি: (১) কোন ব্যক্তি কোন কমিটিতে মনোনীত সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান; বা

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; বা

(গ) আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোন অপরাধ সংগঠনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন; তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট মনোনয়ন বাতিলপূর্বক তদস্থলে নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন;

আরো শর্ত থাকে যে, মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

(২) এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন গঠিত যে কোন কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং যে কোন ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

[ব্যাখ্যা: এই ধারায় " মনোনীত সদস্য " বলিতে কমিটির কোন মনোনীত সদস্যকে বুঝাইবে]

২৭। কমিটি সভা: (১) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন গঠিত কমিটিসমূহ উহাদের সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২) প্রতি বৎসর জাতীয় সমন্বয় কমিটির অন্যূন দুইটি সভা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যূন তিনটি সভা, জেলা কমিটির অন্যূন চারটি সভা এবং উপজেলা বা শহর কমিটির অন্যূন ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিটিসমূহের সভা উহাদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত অন্যকোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্যকোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কমিটির সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৬) কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে , তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে ।

(৭) ভোট গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কমিটি উহার সভার কোন আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোন বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল কোন ব্যক্তিকে মতামত বা বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রন জানাইতে পারিবে, তবে উক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৯) শুধু কোন সদস্যপদে শুন্যতা বা সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারনে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৮। উপ কমিতিঃ জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি উহার কাজে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনবোধে, উহার এক বা একাধিক সদস্য এবং অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত উপকমিটির সদস্য সংখ্যা ও দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৯। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব: (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসমূহ যাহাতে তাহারা যথাযথ সহজ উপায়ে ভোগ করিতে পারে সেই লক্ষ্যে সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতি ও প্রদত্ত নির্দেশনা ও অন্যান্য কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) সরকার, তফসিলে উল্লিখিত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৩০। দায়িত্ব অর্পণ: কমিটি উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য , যেরূপ শর্ত আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেরূপ শর্তাধীনে, উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি উহার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান: (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই উপজেলার উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমত,শহর কমিটির নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, আবেদনকারীকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন করিবার এবং তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবার জন্য কমিটির সভাপতি সদস্য-সচিবকে নির্দেশ প্রদান করিবেন অথবা উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে ; তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত

তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনকে শুনানি প্রদান না করিয়া কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং আবেদন একান্তই প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে, উহার কারন বর্ণনা করিয়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে, প্রত্যাখ্যানের কারন অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী জেলা কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৪) সদস্য-সচিব, উপ-ধারা (২) এর অধীন, কমিটির সভাপতির নিকট হইতে নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি রেজিস্টারে আবেদনে উলিণ্ঢখিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিয়া নির্ধারিত ফর্মে আবেদনকারীকে নিবন্ধনপূর্বক তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবে।

(৫) উপ ধারা (১) এর অধীন আবেদনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিনা তাহা প্রমানের ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, শহর কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র বিবেচনায় গ্রহণ করিবে।

(৬) এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই আইন বা অন্য কোন আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোন সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৭) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র ও, ক্ষেত্রমত, ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র প্রদানসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩২। গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ, ইত্যাদি: (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকল গণপরিবহনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ তৎপরিবহনের মোট আসনসংখ্যার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ আসন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখিবেন।

(২) কোন গণপরিবহনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে বা করা হইতে বিরত থাকিলে অথবা কোন গণপরিবহনের চালক , সুপারভাইজার বা কন্ডাক্টর কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংরক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করিতে সহায়তা না করিলে বা আসন গ্রহণ করিতে বাধা সৃষ্টি করিলে কমিটি, যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক উহার সত্যতা নিরূপন করিয়া, উক্ত রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

[ব্যাখ্যা: এই ধারায় 'গণপরিবহন' বলিতে স্থল, জল ও আকাশপথে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন করে এমন কোন সাধারন পরিবহনকে বুঝাইবে।]

৩৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকার: (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির, অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

(২) এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন ভর্তি সংক্রান্ত কোন বৈষম্য করিলে, বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) কমিটি, উপ-ধারা (১) এর অধীন, কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, উপযুক্ত মনে করিলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভর্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

৩৪। গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ: (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকল্পে Building Construction Act, 1952 (East Bengal Act ii of 1953) ও তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সর্বসাধারণ গমন করে এইরূপ বিদ্যমান সকল গণস্থাপনা, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যথাশীঘ্র ও যতদূর সম্ভব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরোহণ, চলাচল ও ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।

[ব্যাখ্যা: এই ধারায় 'গণস্থাপনা' বলিতে সর্বসাধারণ গমন বা চলাচল করে এমন সকল সরকারি ও বেসরকারি ইমারত বা ভবন, পার্ক, স্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল, ও সড়ককে বুঝাইবে]

৩৫। প্রতিবন্ধিতার কারণে কর্মে নিযুক্ত না করা ইত্যাদি: (১)আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, উপযোগী কোন কর্মে নিযুক্ত হইতে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা তাহার প্রতি বৈষম্য করা বা তাহাকে বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

(২) কোন কর্ম কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী কিনা এই মর্মে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উক্ত বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান:- (১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কতৃপক্ষ বা সংস্থা কোন প্রকার বৈষম্য বা বৈষম্যমূলক আচরন করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কতৃপক্ষ বা সংস্থা কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিলে অথবা কোন কার্যের দ্বারা কিংবা কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে অথবা এই আইনে উল্লিখিত কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন ক্ষতিপূরনের আবেদন করা হইলে জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিষয়টি অনুসন্ধান এবং শুনানী গ্রহণ করিয়া, তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত বৈষম্য দূর করার জন্য বা, ক্ষেত্রমত, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) ইর অধীন জেলা কমিটি কতৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বৈষম্য দূর করা না হইলে বা, ক্ষেত্রমত, অধিকার বাস্তবায়ন করা না হইলে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্থতার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরনের পরিমান নির্ধারণপূর্বক, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষদ্ধ হইলে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল করিতে পাবিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নির্বাহী কমিটি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপিলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারে নাই, তাহা হইলে কমিটি, স্বীয় বিবেচনায় উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-ধারা (৫) এর অধীন আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৪৫ (পয়তাল্লিপ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, নির্ধরিত পদ্ধতিতে বিষয়টি শুনানী গ্রহণ করিয়া, আপিলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা, তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে, আপিলটি খারিজ করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূল্যক হইবে।

(৮) এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আদেশ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরনের অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) এই আইনের অধীন পরিশোধযোগ্য কোন ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে তাহা সংশ্লিষ্টব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে Poblic Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভুমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়ান্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে।

(১০) এই আইনের অধীন আরোপিত ক্ষতিপূরনের অর্থ আদায়ের সুবিধার্থে জাতীয় নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কতৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(১১) এই ধারার ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, অগ্রাহ্যতা বা অন্য, কোন কার্যের কারনে যদি কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হন, সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরোদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৩৭। অপরাধ ও দণ্ডঃ-(১) কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারনে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনাধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২)কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাপ্য হিস্যা হইতে বঞ্চত করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোন সম্পদ আত্নসাৎ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তকসহ যেকোন প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষিতিকর ধারনা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবেএবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হইলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৮। মামলা দায়ের, আমলাযোগ্যতা, ইত্যাদি:- (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংগঠিত কোন অপরাধের জন্য সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং অথবা তাহার পিতা-মাতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিবাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচাযোগ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধ সমূহ অ-আমলাযোগ্য (non-congnizable), আপোষযোগ্য (compoundable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৩৯। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ:- এই আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৪০। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংগঠন:- এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানের প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধিটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে, যদি ন্ তিনি যদি প্রমান করতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংগঠিত হইয়াছে অধবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[ব্যাখ্যা: এই ধারায়-

(ক) 'কোম্পানি' বলতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৪১। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪২। অস্পষ্টতা দূরীকরণ:- এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৪৩। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ:- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৪। রহিতকরণ ও হেফাজত:- (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল

[ধারা ২(৭) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা কার্যক্রম

১। শনাক্তকরণ (Detection):

(ক) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(খ) আদমশুমারিসহ দেশে পরিচালিত সকল শুমারি বা জরিপে প্রতিবন্ধিতাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা;
(গ) প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে শনাক্ত করণের ব্যবস্থা করা;
(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা উপযোগী উপায়ে হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করা; এবং
(ঙ) শনাক্তকরনের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা করা।

২। অবধায়ন ও পরিকল্পনা (Assesment & Planning):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার কারন, সমস্যা, সহায়ক সম্পদ ও সম্ভাবনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনা করিয়া এই আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। স্বাস্থ্যসেবা

(ক) প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি খাদ্য নিরাপিত্তা ও পুষ্টি নিশ্চতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) শিশু, নারী, প্রবীণ ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা;

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায়র প্রয়েঅজন রহিয়েছে, এইরূপ প্রতিবন্ধী দুঃস্থা ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থাসহ, কেষত্রমত, চিকিৎসার খরচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান;

(ঘ)বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহে সুৎস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকি'সা ব্যয় হ্রাসকল্পে পদক্ষেপর গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবৃণধী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা ব্যয়উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪। ভাষা ও যোগাযোগ (Language Communication):

(ক) চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া, ক্ষেত্রমত, ইশারা ভাষা, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযেগা, চিত্রমাধ্যম যোগাযাগ, কর্মসহায়ক ও কম্পিউটারভিত্তিক বহুমাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযেগাগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা;

(খ) প্রমিত বাংলা হশার ভাষা প্রণয়ন ও উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(গ) হাসপাতাল, আদালত, থানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে স্পীচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট এর ব্যবস্থা করা; এবং

(ঘ) পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষী সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাক্‌প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সুলভ মূল্যে অথবা বিনামূল্যে দোভাষীর সেবাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

৫ । প্রবেশগম্যতা (Accessibility)

(ক) সরকারি, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বং তাহাদের কর্তৃক প্রদও সুবিধা ও সেবাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা ও যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা;

(খ) উপরিউক্ত দফা (ক) এ অধীন নিম্নবর্ণিত সেবা ও সুবিধাসমূহ অন্তভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(অ) ভবন, যানবাহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, পুলিশস্টেশন, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, ল টার্মিনাল, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, দুর্য়েগকালীন আশ্রকেন্দ্র, সাইক্লোন সেন্টার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্থান, পরিষেবার স্থান, বিনোদন ও খেলাধুলার স্থান, দর্শনীয় স্থান, পার্ক, গ্রন্থাগার, গণশৌচাগার, এ আন্ডারপাস ও ওভারব্রীজসহ জনগনের নিয়মিত যাতুয়াতের সকল স্থান, ইত্যাদি;

(আ) তথ্য, যোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চিকিৎসাসেবা, ব্যাংর্কিসেবা এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরী সেবাসহ সকল সেবা;

(গ) প্রকৌশল বিদ্যা পাঠক্রমে প্রতিবন্দ ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা প্রত্যয়টি অন্তভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঘ)দেশীয় বিভন্ নমুদ্রার পার্থক্য সহজে নির্ণায়নের লকেষ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)এর পাঠ্যপুস্তকসমূহ এভং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বইসমূহ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম এর মধ্যম একটি গ্রহণযোগ্য ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়ংা প্রতবন্ধী ব্যক্তির পবেশগম্য উপাগেীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬। তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Sharing Informatin and Information & Communication Technology):

(ক) সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকাধীন সংস্থা কর্তৃক গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধরনের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য ও সেবা, যথ: ওয়ব অ্যাক্সেসিবিলিটি, ভিডিও সাবটাইটেল ও অডিও ডেসক্রিপশন, স্ক্রিন রিডা, টেক্সট টু স্পীচ, ইত্যাদির থোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির নিমিত্ত পদক্ষেপর গ্রহণ করা এবং এদলক্ষ্যে তথ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা;

(খ) সর্বসাথধারণরজন্য যে মূল্যে কনটেন্ট তৈরি করা হয়, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী ই-টেক্সট, ব্রেইল, লার্জ প্রিন্ট ও অডিওসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য পদ্থতি ও প্রযুক্তির মধ্যমে প্রতিবৃণষী ব্যক্তির প্রাপ্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ কর:

(গ) সরকারি বিভিন্ন সংস্থা র্কক সর্বসাধরনের জন্য প্রদত্ত ই-সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যকে প্রতবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহজ প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার নিশ্চত করিবার জন্য পদক্ষেপর গ্রহণ কর;

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত সফট্ওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সংযোনেসর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে ইশারা ভাষায় সংবাদ এবং অণুষ্ঠাসমূহ সম্প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ্‌ যুক্তি প্রবেশগম্য যন্ত্রাংশ বা প্রযক্তিসমূহ প্রতবিন্ধী ব্যক্তির ক্রয়ে ক্ষমতার আওতায় আনিবার ব্যবস্থা করা;

(জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য তথ্য ও যোগগেগ াপ্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানে র পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঝ) প্রতিবণ্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার কেন্দ্রসমূহে, ক্ষেত্রমত, অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঞ) সাবমেরিন কেবলের ব্যন্ডউইথ্ তথা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারি সহযোগিতা বাস হজলভ্যতা নিশ্চিত করা

৭। চলন (Mobility):

(ক) সময়মত ও সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তার নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দতলক্ষ্যে মানসম্মত চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব সহযোগিতার লভ্যতা নিশ্চিতলল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের সম্ভাব্য সকল দিক বিবেচনা করিতে উৎসাহিত কর্‌ংতদলখে্য গবেষনণ াকর্ম পরিচালনাসহ সহায়ক উপকরণাদি আমদানির উপর পয়্যোজ্য শুল্ককর রেয়অতের ব্যবস্থাকর;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কর্মরত সহায়ক কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) পরিচয়পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানে রেয়াতীহারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালামাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল প্রকার যানবাহনের আসন সংরক্ষণেল নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঙ) সরকারের নীতিমালা সাপেকেষ, সরকারি-বেরসরকরি, সংবিধিবন্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিবন্ধী শিশুর মাতা পিতাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এলাকায় নিয়েঅগবদলির ব্যবস্থা করা;

৯। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education & Training):

(ক) স্বাভাবিক স্কুলগামী শিশু অপেক্ষা প্রতিবন্বধী শিশুর শিক্ষা শুরুর বয়স শিথিল করা;

(খ) যথাযথ শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণসহ প্রঅেজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তায়ানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসূহে প্রতিবণীধ শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যয্য সুযোগ সুবিধার (reasonable accommodation) ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার ধরন ও লিঙ্গ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় সমন্বিত বিশেষ শিক্ষাও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালূ করা এবং বিদ্যমান কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রশিক্ষণ কার্যংক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(চ) শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ)প্রতিনন্ধীতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় পরীক্ষায় অংশগ্রহনের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, শরিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সহজে ও সুলভমূল্যে বা বিনা মূল্যে যথাযথ শ্রুতিলেখকের সেবা পাইতে পারেন;

(জ) মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ন্যায্য ও কার্যকর ভাবে কোটা সংরক্ষণ করা;

(ঝ) প্রতিবন্ধ শিশু, বিশেষত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মাতা-পিতা বা অভিবাবক, শিক্ষক এবং যত্নপ্রদায়কের প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঞ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ট)প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনাপ্রসূত তাহাদের সক্ষমতা নিধারণপূর্বক পাঠক্রম প্রণয়ন করা।

১০। কর্মসংস্থান (Employ)

(ক) যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান শনাক্তকরণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এই ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগক্তাগণকে 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর' রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্নকর্মসংস্থান, ব্যবসার উদ্যোগ বা নিজস্ব ব্যবসা সক্রিয় ভাবে চালু করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কিংবা ঋণ প্রাপ্তিতে বৈষম্যহীন আচরণ, ক্ষেত্রমত, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগসহ বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

(গ) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার আলোকে সমবায় সমিতি গঠনে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান করা।

(ঘ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কতৃপক্ষের চকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধ ব্যক্তির জন্য নির্ধারি বয়সসীমা শিথিলকরণ এবং যথাযথ কোটা সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা; এবং

(চ)প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্তিমূলক উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নিধারণ করা এবং তদানুযায়ী তাদেরকে কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

১১। সামাজিক নিরাপত্তা (Socity Security)

(ক) বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social safety-net programme) ও দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে, পর্যায়ক্রমে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া, দুঃস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধ শিশু, প্রতিবন্ধী নারী এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তভুক্তি নিশ্চিত করা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

১২। নির্যাতন থেকে মুক্তি, বিচারগম্যতা ও আইনী সহায়তা (Freedom from Violence, Access to Justic and Legal Aid)ঃ

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে পুলিশ ও কারা কতৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা;

(খ) ঘরে-বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষন এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হইতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসহ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) নিরাপত্তা হেফাজতী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপযোগী 'সেফহোম' এ রাখিবার ব্যবস্থা করা; এবং

(ঘ) নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এইক্ষেত্রে, ভাষাগত যোগাযোগের প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা:-

১৩। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, ঝুকিপূর্ণ ও জরুরী মানবিক অবস্থা (Natural Disaster, Risk and Humanitarian Emergencies):

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক জরুরী অবস্থা ও সংঘাতের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সর্তকতামূলক তথ্য সম্প্রচার, উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রান বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা; এবং

(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১৪) ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনোদন (Sports Cultural Activities and Recreation):

(ক) সৃজনশীল শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী দেশজ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উক্ত কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী নাটক, মঞ্চনাটক, চলচিত্র, শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, সংবাদ ইত্যাদি প্রস্তুত এবং সম্প্রচারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, ক্ষেত্রমত জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) দেশে বিদেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা ব্যবস্থা করা;

(ঙ) ক্রীড়ার মাধমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (Play therapy) এবং

(চ) বিশেষ সুযোগ সুবিধাসহ প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বেন্দ্র স্থাপন করা।

১৫। সচেতনতা (Awarness):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে কার্যকর প্রচরাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা এবং এতদ্‌বিষয়ে গনমাধ্যম সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;

(খ) শৈশব হইতে সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পাঠ্য পুস্তকে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে উৎসাহিত করা;

(ঘ) সরকারী- বেসরকারী গনমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক যথাযথ ও মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ও ধারণার ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা সমন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৬। সংগঠন (Organization)

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উৎসাহ প্রদান করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান এবং সংগঠনসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

এবং

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৪, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৪৪-আইন/২০১৫।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনামঃ-** এই বিধিমালা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা :- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়

(১) "আইন" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন);

(২) "উপজেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;

(৩) "কমিটি" অর্থ আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমত, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি;

(৪) "জাতীয় নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(৫) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২১ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি;

(৬) "ধারা" অর্থ আইনের ধারা;

(৭) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(৮) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(৯) "শহর এলাকা" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(১০) "শহর কমিটি" অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি;

(১১) "সদস্য-সচিব" অর্থ উপজেলা কমিটির বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শহর কমিটির সভাপতি; এবং

(১২) "সভাপতি" অর্থ উপজেলা কমিটির বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শহর কমিটির সভাপতি।

৩। **কমিটিসমূহ কর্তৃক প্রতিবেদন উপস্থাপনঃ- (১)** কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উহাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত কমিটিসমূহ নিম্নবর্ণিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন করিবে, যথা:-

(ক) উপজেলা কমিটি ও শহর কমিটি কোন বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ফরম-১ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের সর্বশেষ অবস্থা;

(আ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(খ) জেলা কমিটি কোন বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসে ফরম-২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(আ) উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের আবেদন প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আপিল এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ই) উপজেলা ও শহর কমিটিসমূহের প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ; এবং

(ঈ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কোন বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের নভেম্বর মাসে ফরম-৩ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সারংক্ষেপ;

(আ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিটিসমূহ উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত প্রতিবেদন ছাড়াও যে কোন সময়, প্রয়োজনে, অন্য যে কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর কমিটিসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রথম প্রতিবেদনটি ভিত্তি প্রতিবেদন এবং পরবর্তী বৎসরের প্রতিবেদনসমূহ অগ্রগতি প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান, ইত্যাদি:- (১) ধারা ৩১ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই উপজেলার উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, সেই শহর এলাকার শহর কমিটির সভাপতির নিকট উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার মাতা, পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ফরম-৪ পূরণ করিয়া উক্ত ফরমের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নসহ আবেদনপত্র দাখিল করিবেন।

(২) উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, শহর কমিটি, উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উক্ত আবেদনে প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও যথার্থতা যাচাই করিবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন করতঃ তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবার জন্য উক্ত কমিটির সভাপতি সদস্য-সচিবকে নির্দেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কমিটি কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৩) সদস্য-সচিব উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্দেশনা প্রাপ্তির পর, অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে,-

(ক) ছবিসহ আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেজিস্টারভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন করিবেন, যাহা কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদান করতঃ উহা একটি তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র রাখিয়া, ফরম-৫ মোতাবেক একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন।

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র:-

(ক) হারাইয়া গেলে, যতদ্রুত সম্ভব, উহা নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করতঃ, ডুপ্লিকেক্ট পরিচয়পত্রের আবেদনসহ বিষয়টি সদস্য-সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে; এবং

(খ) নষ্ট হইয়া গেলে, যতদ্রুত সম্ভব, উহার অনুলিপি ও ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্রের আবেদনসহ বিষয়টি সদস্য-সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) সদস্য-সচিব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র হারানো বা নষ্ট হইবার বিষয়ে অবগত হইলে, অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, সভাপতির অনুমোদনক্রমে, উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নামে ফরম-৫ মোতাবেক একটি ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র ইস্যু করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী, প্রত্যাখ্যানের কারণ অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, জেলা কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৭) জেলা কমিটি উপ-বিধি (৬) এর অধীন আপিল আবেদন প্রাপ্তির অনধিক পরবর্তী ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, বিষয়টির উপর শুনানী গ্রহণ করিয়া, আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা, তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে, আপিলটি খারিজ করিবে।

(৮) সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে, প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল বা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসককে নির্দিষ্টকরণসহ প্রশিক্ষণ দান, প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি প্রদান এবং উক্ত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ও ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিলে অথবা কোন কার্যের দ্বারা কিংবা কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা আইনে উল্লিখিত কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি উক্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট ফরম-৬ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জেলা কমিটির নিকট কোন ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হইলে উক্ত কমিটি, প্রয়োজনে, বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য, উহার কোন সদস্য বা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত কোন সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৩) জেলা কমিটির কোন সদস্য বা কোন সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যক্তি, উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুসন্ধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে, তিনি বিষয়টি সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক, অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে, জেলা কমিটির নিকট তাহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন, যাহাতে বিষয়টি প্রকৃত বিবরণ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করিবেন।

(৪) জেলা কমিটি, উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার শুনানী গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং উপ-বিধি (৪) এর অধীন গৃহীত শুনানী অন্তে বিষয়টি যথার্থ মর্মে জেলা কমিটির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত কমিটি, তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বৈষম্য দূর করার জন্য বা, ক্ষেত্রমত, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বৈষম্য দূর করা না হইলে বা, ক্ষেত্রমত, অধিকার বাস্তবায়ন করা না হইলে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সামর্থ বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা উক্ত বিধিতে উল্লিখিত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুযায়ী, জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৮) জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-বিধি (৭) এর অধীন আপিল আবেদন প্রাপ্তির পর, অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, বিষয়টির উপর উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করিয়া, আপিলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা, তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে, আপিলটি খারিজ করিবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন প্রদত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১০) এই বিধির অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হইলে, দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

তফসিল

ফরম-১ [বিধি ৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা/শহর কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

উপজেলা কমিটি/শহর কমিটির নাম:
জেলা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
পৌরসভা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
শহর এলাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
কার্যক্রমের সময়কাল:
প্রতিবেদন উপস্থাপনের তারিখ:

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য:

(ক) সর্বমোট অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা:

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত):

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ:

ক্রমিক	সদস্যের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের সংখ্যা:

(ক) উপজেলা/শহর কমিটির আওতাধীন এলাকায় নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা:

ধরন	পুরুষ (১৮ উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮ উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮ নিম্ন)	মেয়ে (১৮ নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) পরিচয়পত্র প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা:

৩। সম্পত্তি দেখাশুনা করতে অসমর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ:

৪। আইনের ধারা ৩০ অনুযায়ী কমিটির কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি উহার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

৫। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য:

৬। বিবিধ:

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম:

স্বাক্ষর:

তারিখ:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা/শহর কমিটি

ফরম-২

[বিধি ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

জেলা কমিটির নাম:
জেলা:
কার্যক্রমের সময়কাল:
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য:

(ক) সর্বমোট সম্পন্ন সভার সংখ্যা:

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত):

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ:

ক্রমিক	সদস্যের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

২। অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা:

(ক) জেলার আওতাধীন এলাকায় অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধরন ও সংখ্যা:

ধরন	পুরুষ (১৮ উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮ উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮ নিম্ন)	মেয়ে (১৮ নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা:

ক্রমিক	প্রাপ্ত অভিযোগ	জেলা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			

৩। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠনের, কার্যাবলির সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

৪। আইনের ধারা ৩০ অনুযায়ী কমিটির কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলি উহার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

৫। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য:

৬। জেলার অন্তর্গত উপজেলা ও শহর কমিটিসমূহের প্রতিবেদন (সংকলিত) :

৭। বিবিধ:

<u>সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল</u>

নাম:

স্বাক্ষর:

তারিখ:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

ফরম-৩

[বিধি ৩(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন জমা প্রদানের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত) :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ:

ক্রমিক	সদস্যের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের অবস্থা:

(ক) সমগ্র দেশে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা (সকল জেলার তথ্য অনুযায়ী):

ধরন	পুরুষ (১৮ উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮ উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮ নিম্ন)	মেয়ে (১৮ নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) সমগ্র দেশে পরিচয়পত্র প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা (সকল জেলার তথ্য অনুযায়ী):

৩। আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী আপিল আবেদন প্রাপ্তি, শুনানী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

ক্রমিক	আবেদন প্রাপ্তির সংখ্যা	শুনানীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমাণ
১।				
২।				

৪। আইনের ধারা ২০ (ক) অনুযায়ী সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথ বাস্তবায়ন বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ

ক্রমিক	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত না হইলে কারণ	মতামত
১।				
২।				
৩।				

৫। সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য :

৬। সকল জেলা কমিটিসমূহের প্রতিবেদন (সংকলিত) :

৭। বিবিধ :

<u>সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল</u>

নাম :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি

আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিনকপি ছবি ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত

ফরম-৪

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী১ ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন

বরাবর

সভাপতি

প্রতিবন্ধীব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি/শহর কমিটি

উপজেলা : .... (উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে)

শহর সমাজসেবা কাযর্ক্রম ....(শহর কমিটির ক্ষেত্রে)

জেলা :

বিষয় : প্রতিবন্ধীব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন।

প্রতিবন্ধীব্যক্তির তথ্যাবলী

১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নাম (বাংলায়)...

(ইংরেজীতে) : ....

২। পিতা/স্বামীর নাম : ....

৩। মাতার নাম : ....

৪। অভিভাবকের নাম : ....

৫। বর্তমান ঠিকানা : ....

৬। স্থায়ী ঠিকানা : ....

৭। জন্ম তারিখ :

দি	ন	মা	স	ব	ৎ	স	র

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ....

৯। পেশা বা জীবিকা : ....

১০। ধর্ম : ....

১১। জাতীয়তা : ....

১২। লিঙ্গ (টিকা দিন) : পুরুষ ( ) / স্ত্রী ( )

১৩। প্রতিবন্ধিতার ধরন : ....

১৪। প্রতিবন্ধিতার কারণ : জন্মগত/দুর্ঘটনা/অসুস্থতা/ভুল চিকিৎসা/অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....

১৫। পরিবারে আর কোন প্রতিবন্ধী সদস্য আছেন কিনা ? ....

১৬। কোন ধরনের সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন কিনা ? (হুইলচেয়ার, ক্রাচ, সাদাছড়ি, ইত্যাদি) .....

১৭। চলাচলে সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় কিনা ? ....

১৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচিতি নম্বর (প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ-২০১৩ অনুযায়ী) (যদি থাকে) :

১৯। জাতীয় পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে) :

২১। অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করেন কিনা ? (হ্যাঁ / না) : ....

২২। শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণ করেন কিনা ? (হ্যাঁ / না) : ....

<u>আবেদনকারীর তথ্যাবলী (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যতীত তাহার মাতা, পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে):</u>

১। ব্যক্তি সংগঠনের নাম :

২। পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৩। মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): ....

৪। জাতীয় পরিচিতি নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৬। ঠিকানা :

৭। মোবাইল ফোন নম্বর :

এই ফরমে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ সত্য।

আবেদনকারীর নাম :

স্বাক্ষর/টিপসহি :

ফোন:

চিকিৎসকের প্রত্যয়ন:

জনাব/বেগম .... কে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহার রক্তের

গ্রুপ : ....। তিনি .... প্রতিবন্ধী এবং তাহার প্রতিবন্ধিতার

মাত্রা : ....।

চিকিৎসকের নাম :

পদবি :

কর্মস্থলের নাম :

বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নম্বর :

মোবাইল ফোন নম্বর :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

দাপ্তরিক সিল :

ফরম-৫

[বিধি ৪(৩)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্রের নমুনা

সম্মুখ পৃষ্ঠা	পশ্চাৎ পৃষ্ঠা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র	পরিচয়পত্রটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। বৈধ ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ থানায় জমা দিন।
ছবি নাম (বাংলা) : (ইংরেজী) : পিতার নাম : মাতার নাম : জন্ম তারিখ : প্রতিবন্ধিতার ধরন : পরিচিতি নম্বর :	ঠিকানা :
	প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর : প্রদানের তারিখ (বারকোড)

আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক

ফরম-৬

[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন

১। আবেদনকারীর নাম :...

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন নম্বর :..

৩। ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর :..

৪। যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ :...

৫। আইনে বর্ণিত কোন্ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বা আইনের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার প্রতি কোন্ ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে?..

৬। কিভাবে অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্য করা হইয়াছে?..

৭। অধিকার প্রাপ্তি বা বৈষম্য প্রতিরোধে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়ছিল?........................

৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কীভাবে দায়ী ?................................

৯। অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার/বৈষম্য করিবার ফলে কী ক্ষতি হইয়াছে ? ....

১০। উক্ত ক্ষতির কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করেন কিনা?....................................

১১। ক্ষতিপূরণ দাবীর সপক্ষে বক্তব্য পেশ করুন...

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

( )

(আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)
....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিরঞ্জন দেবনাথ

উপসচিব(প্রশা-৫ অধিঃ)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিউরো-ডেভেলপমেনটাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
রবিবার, নভেম্বন ১০,২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ১০ নভেম্বর, ২০১৩/২৬ কার্তিক, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ নভেম্বর ২০১৩ (২৬ কার্তিক,১৪২০) তারিখে রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০১৩ সনের ৫২ নং আইন

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় একটি ট্রাস্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিধার প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত একটি ট্রাস্ট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন্_ (১) এই আইন নিউরো - ডেভেলপমেনটাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে–
(১) "অভিভাবক" অর্থ নিউরো - ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা বা পিতা বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোনো অভিভাবক;
(২) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ১১এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;
(৩) "চেয়ারপারসন" অর্থ বোর্ডের চেয়ারপাসন;
(৪) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২০ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি;
(৫) "ট্রাস্ট" অর্থ ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত নিউরো-ডেভেলপসেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট;
(৬) "তহবিল" অর্থ ট্রাস্টের তহবিল;
(৭) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
(৮) "নিবন্ধিত সংগঠন" অর্থ ধারা ২১ এর অধীন নিবন্ধিত কোনো সংগঠন;
(৯) "নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবক" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো অভিভাবক"
(১০) "নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থধারা ৩ এ উল্লিখিত যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি;

(১১) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(১২) "বোর্ড" অর্থ এই ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;
(১৩) "বিধি" অর্থ এই আইনের প্রণীত বিধি;
(১৪) "বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মূলধারার শিক্ষার পরিবর্তে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়;
(১৫) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ধারা ৩০ এর অধীন নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক;
(১৬) "সমস্য" অর্থ চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপরসনসহ বোর্ডের কোনো সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা

৩। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরন।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত এবং ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা ও প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরনসমুহ হইবে নিম্নরুপ, যথা:–
(ক) অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ (Autism or autism spectrum disorders)
(খ) ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome);
(গ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা (Intellectual disability);
(ঘ)সেরিব্রাল পালসি (Cerebral palsy)|

৪। অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্।- যাহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক),(খ) ও (গ) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ),(চ), (ছ), (জ),(ঝ), (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহারা অটিজম বা অটিজম
(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;
(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;
(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচারণের পুনরাবৃত্তি;
(ঘ) শ্রবণ,দর্শন,গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;
(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনী;
(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;
(ছ) অন্যের সহিত সরাসরি চোখে চোখ (Eye contact) না রাখা বা কম রাখা;
(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা, উত্তেজনা বা অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
(ঝ) অস্বাভাবিক শারিরীক অঙ্গভঙ্গি;
(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবনতা; এবং
(ট) সরকার কতৃক, সময় সময়, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য।
[ব্যাখ্যা।– অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এইরুপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয় মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাহাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হইয়া থাকে। ইহারা পরিবারের সহিত যথাযথ যোগাযোগ করিতে পারে না, যেমন– ভাষার ব্যবহার রপ্ত করিতে না পারা, নিজের ভিতরে গুটাইয়া থাকা, ইত্যাদি। তবে, অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা,গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শস করিয়া থাকে।]

৫। ডাউন সিনড্রোম।- কোনো ব্যক্তির মধ্যে এইরুপ কোনো বংশানুগতিক (Genetic) সমস্যা, যাহা ২১ তম ক্রমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং মৃদু হইতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়ড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলে, তিনি ডাউন সিনড্রোমসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা।- নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোনো ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-
(ক) বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা;

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন–কার্যকরণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান;
(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের লওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা
(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিকতা মাত্রা অপেক্ষা কম।

৭। সেরিব্রাল পালসি।- (১) অপরিণত মস্তিস্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির,–
(ক) সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা, যাহা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে।
(খ) মস্তিস্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং
(গ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়,–
তাহা হইলে তিনি সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।
(২) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হইবে নিন্মরুপ, যথা:-
(ক) পেশী খুব শক্ত ও শিথিল থাকে;
(খ) হাত বা পায়ের সাধারন নড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;
(গ) স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকে;
(ঘ) দৃষ্টি, শ্রবন, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা;
(ঙ)আচারণগত সীমাবদ্ধতা;
(চ) যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা
(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত বা পা আক্রান্ত হওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট স্থাপন, উদ্দেশ্য, ইত্যাদি

৮। ট্রাস্ট স্থাপন।– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিউরো -ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৯। ট্রাস্টের কার্যলয়।– ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায় এবং বোর্ডে, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কাযালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১০। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।– ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে, সমাজের অংশ হিসাবে মর্যাদার সহিত বসবাস করিবার উপযোগী করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে, নিউরো-ডেভোলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে,–

(ক) যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা;

(খ) উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের ব্যবস্থা করা; এবং

(গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

১১। উপদেষ্টা পরিষদ।– (১) ট্রাস্টের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে যাহা নিন্মবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:–

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী,যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিমন্ত্রী, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী একই সঙ্গে উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী সদস্য হইবেন;

(গ) অর্থ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) আইন; বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ছ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(জ) শিল্প মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঝ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঞ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ট) তথ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঠ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ড) খাদ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঢ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী; এবং

(ণ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, যিনি উহার সদস্য- সচিবও হইবেন।

(২) উপদেষ্টা পরিষদ,প্রয়োজনবোধে, সময় সময়, বোর্ডকে প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবে।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। প্রশাসন ও পরিচালনা।– ট্রাস্টের প্রশাসন ও পরিচালনা একটি ট্রাস্টি বোর্ডের ওপর ন্যাস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত বোর্ডেও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কায় সম্পাদর করিতে পারিবে।

১৩। ট্রাস্টি বোর্ড গঠন।– (১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:–

(ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত, নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ভিতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন, একজন ব্যক্তি, যিনি উহার চেয়ারপারসনও হইবেন;

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারপারসনও হইবেন;

(গ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(ঘ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(ঙ) যুগ্মসচিব(উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) অর্থ বিভাগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) স্থানীয় সরকার বিভাগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ত) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(থ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(দ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহার মাতা, পিতা, অভিভাবক বা নিবন্ধিত সংগঠনের প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭ (সাত) জন প্রতিনিধি;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৭(সাত) জন প্রতিনিধির মধ্যে অন্যূন ৪ (চার) জন প্রতিনিধি নিউরো– ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা, পিতা বা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন:

(ধ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জনহিতৈষীমূলক কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিগণের বা প্রতিষ্ঠানের ২(দুই) জন প্রতিনিধি;

(ন) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সদস্য- সচিবও হইবেন।

(২) উপ -ধারা (১) এর দফা (ক), (থ),(দ)ও (ধ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) শুধু সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪)সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৪। চেয়ারপারসন এবং সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।– (১) নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি চেয়ারপারসন হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি চেয়ারপারসন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি––

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হন;

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন; এবং

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৫। পদত্যাগ, অপসারণ বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা।- (১) চেয়ারপারসন বা মনোনীত কোনো সদস্য কমপক্ষে ৩(তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া,সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষনযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, চেয়ারপারসন বা মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারন করিতে পারিবে, যদি তিনি --

(ক) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;

(গ) কোনো আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন;

(ঘ) কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হন; অথবা

(ঙ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন কিংবা বেআইনীভাবে কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করেন।

১৬। চেয়ারপারসন পদে সাময়িক শূস্যতা পূরণ।– চেয়ারপারসন এর শূণ্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারপারসন তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপারসন উক্ত শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা চেয়ারপারসন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ডের ভাইস চেয়ারপারসন সাময়িকভাবে চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। ট্রাস্টের কার্যাবলী।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ট্রাস্টের কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ,

যথা:-

(ক) নিউরো - ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্তকরণ ও উক্তরুপ প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরুপণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) নিজ পরিবারের সহিত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বসবাস নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(গ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের সংকটকালে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য নিবন্ধিত সংগঠনকে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) পারিবারিক সুবিধাবঞ্চিত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান এবং ক্ষেত্রমত, তাহার জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহার পরিবার বা অভিভাবককে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহায়তা প্রদান;

(ঙ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা- পিতা বা অভিভাবকের মৃত্যুতে তাহার জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা ও অধিকার সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পূর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তাহার পরিবারকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ছ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা এবং সমাজের অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে তাহার পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত সহায়তা প্রদান;

(জ) সার্বিকভাবে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাহার পরিবারের কল্যাণ সাধন;

(ঝ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;

(ঞ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য তাহাদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বা স্থাপনে ব্যক্তি ও সংস্থাকে উৎসহ প্রদান এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠনের শিক্ষক নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন;

(ট) প্রতিবন্ধিতারধরন ও মাত্রার আলোকে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একীভূত শিক্ষা কিংবা বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বা স্থাপনে ব্যক্তি বা সংস্থাকে উৎসহ প্রদান;

(ঠ) গুরুতর যে সকল নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হইবে না, তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ব্যক্তি বা সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান;

(ড) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন, বুলেটিন, জার্নাল, সাময়িকী ও বই-পুস্তক প্রকাশ;

(ঢ) দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) দেশের হাসপাতালসমুহে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসার নিমিত্ত একটি পৃথক ইউনিট বা ওয়ার্ড নির্দিষ্টকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

(ত) দুঃস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খাদ্য নিরাপতত্তা ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(থ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্পসত্তা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা এবং উক্তরুপ প্রতিভার তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রচারের উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(দ) ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ধ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতপূর্বক তাহাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও কর্মে সম্পৃক্তকরণ;

(ন) উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিসহ সকল প্রকার সম্পতি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ- দখল নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(প) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক হোস্টেল বা আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন;

(ফ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা - মাতা বা অভিভাবকের মৃত্যুতে অভিভাবক ও ট্রাস্টি মনোনয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;

(ব)তহবিল হইতে দুঃস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

(ভ) সরকার ও উপদেষ্টা পরিষদ কতৃক, সময়, সময়, প্রদত্ত দিক্ - নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক অন্র যে কোনো কার্য সম্পাদন।

১৮। বোর্ডের সভা।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারপারসনের অনুমোদনক্রমে বোর্ডের সদস্য -সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৪(চার) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারপারসন বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের ভাইস চেযারপারসন সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী চেয়ারপারসন বা, ক্ষেত্রমত,ভাইস চেয়ারপারসনে দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) চেয়ারপারসন, সদস্যগরণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরুপ যে কোনো ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন,তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

১৯। বোর্ডের দায়িত্ব।–ধারা ১২ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বোর্ড, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নরুপ দায়িত্বও পালন করিবেন, যথা:-

(ক) ট্রাষ্টের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন;

(খ) ট্রাষ্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;

(গ) ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থায়ন;

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেবাজতকরণ;

(ঙ) সরকারি উৎসহ ছাড়াও অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বিভিন্ন সংস্থার সহিত যোগাযোগ, অর্থপ্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

(চ) নিউরো - ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিভাবকত্ব অনুমোদন এবং তদ্‌লক্ষ্যে জেলা কমিটি গঠন নিয়ন্ত্রয় ও তদারকি;

(ছ) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) ট্রাষ্টের উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসহ যে কোনো সরকারি- বেসরকারি, দেশী- বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহিত চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা;

(ঝ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্তে বিনিয়োগ এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা;এবং

(ঞ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০। জেলা ও অন্যান্য কমিটি।- (১) বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবে, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক যিনি ইহার সভাপতি ও হইবেন;

(খ) জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সহ-সভাপতি;

(গ) জেলার সিভিল সার্জন;

(ঘ) জেলার শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঙ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) জেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ছ) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা

(জ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সাধারণ সম্পাদক

(ঝ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীততে নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বা তাহাদের মাতা, পিতা বা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে ২(দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঞ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নিবন্ধিত সংগঠনের একজন প্রতিনিধি; এবং

(ট) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ- পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) জেলা কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্ধারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা থাকুক না কেন, বোর্ড, ট্রাষ্টের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন পরিচালনায় সহায়তার জন্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণপূর্বক, এক বা একাধিক অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
সংগঠন প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন, অভিভাবক নিয়োগ,ইত্যাদি

২১। সংগঠন, নিবন্ধন ইত্যাদি।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে উক্তরুপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন বা তাহাদের অভিভাবকদের সংগঠন গঠন করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইলে, উক্ত সংগঠন এই আইনের অধীন কোনো সুবিধা লাখের যোগ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সংগঠনকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরম পূরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ফরম পূরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধনের আবেদন করিতে হইবে।

(৩) বোর্ড, উহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, নিবন্ধনের যে কোনো আবেদন মঞ্জর করিতে পারিবে,অথবা, কারণ লিপিবদ্ধপূর্বক, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংগঠন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৫) আবেদনপত্র যাচাই- বাছাই, অনুসন্ধান, নিবন্ধন এবং আপিল নিস্পত্তিসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে

২২। নিবন্ধিত সংগঠন বরাবরে সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি।–(১) কোনো নিবন্ধিত সংগঠন উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা যাচনা করিয়া বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই- বাছাই এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রাক- অর্থ সহায়তা অবস্থা যাচাইপূর্বক যাচিত আর্থিক সহায়তা মঞ্জর করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নরুপ কোনো কর্মসূচির জন্র আর্থিক সহায়তার আবেদন করা যাইবে, যথা:-

(ক) সমাজে নিউরো-ডেভেলপমেন্টার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সন্মানজনক বসবাসের পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যবৃন্দকে কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ প্রদান:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা, শিশু,৬৫ বৎস বা তদূর্ধর্ব বৎসর বয়সী বয়স্ক বা গুরুতর নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(গ) নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য অবকাশকালীন যত্ন, ফস্টার ফ্রামিলি কেয়ার বা দিবাযত্ন সেবা প্রদান এবং উৎসাহিতকরণ;

(ঘ) নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আবাসিক হোস্টেল বা আবাসিক আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; এবং

(ঙ) নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বনির্ভর দল গঠন।

(৪) বোর্ড, সময় সময়, আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত নিবন্ধিত সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ন করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ড যে কোনো নিবন্ধিত সংগঠনের নথিপত্র, দলিল-দস্তবেজ, প্রকাশনা বা কর্মসূচি পরিদর্শনের লক্ষ্যে উক্ত নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা প্রকাশনা বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সংগঠন তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা প্রকাশনা বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৬) নিবন্ধিত সংগঠনকে, প্রতি বৎসর, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানসহ উহার বার্ষিক আয়- ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে, যাহার কপি বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

২৩। অভিভাবকত্বের জন্য আবেদন, অভিভাবক নিয়োগ, ইত্যাদি।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো প্রতিবন্ধীবান্ধব ব্যক্তি বা নিবন্ধিত সংগঠন, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, অভিভাবক হিসাবে যে কোনো নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কোনো প্রতিবন্ধীবান্ধব ব্যক্তি বা নিবন্ধিত সংগঠন নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবকত্ব গ্রহণে আগ্রহী হইল তাহাকে জেলা কমিটি বরাবরে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা, পিতা,বা অভিভাবকের লিখিত সন্মতি ব্যতীত কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (!) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট অভিভাবকত্ব নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, দায়িত্ব গ্রহণের যথার্থতা, সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে।

(৪) জেলা কমিটি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অভিভাবকত্বের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র যাচাই- বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরতঃ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য বোর্ড বরাবর উহার সুপারিশ পেশ করিবে।

(৫) বোর্ড, উপ-ধারা (৪) এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পর বিষয়টি যাচাই- বাছাইপূর্বক উহা অনুমোদন করিতে পারিবে্

(৬) বোর্ডে অনুমোদন সাপেক্ষে, জেলা কমিটি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, চুক্তিনামা সম্পাদনপূর্বক অভিভাবক নিয়োগ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যত্নপরিচর্যা, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালনপালনের জন্য দায়-দায়িত্বের বিষয় চুক্তিনামা দ্বারা নির্ধারিত করিতে হইবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন অভিভাবক নিয়োগের তারিখ হইতে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবক নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়- দেনার, যদি থাকে, প্রতিবেদনসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিসংখ্যান বোর্ড এবং জেলা কমিটির নিকট দাখিল।

(৮) নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবক প্রত্যেক অর্থ-বৎসর শেষ হইবার অনধিক৩(তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তির আয়-ব্যয় এবং উদ্বৃত্তপত্রসহ তাহার অধীন ন্যস্ত সকল সম্পত্তির হিসাব বিবরণী বোর্ডের এবং ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির নিকট দাখিল করিবেন।

২৪।সাক্ষাৎকার, পরিদর্শন, ইত্যাদি।– ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন এমন নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা- পিতা , অভিভাবক, নিবন্ধিত সংগঠন বা বোর্ডের কোনো সদস্র সংশ্লিষ্ট নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহার সার্বিক অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৫। নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবককে অব্যাহতি, ইত্যাদি।–(১) ধারা ২৪ এর অধীন পরিদর্শনকালে নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবক কর্তৃক নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি অবহেলা, নির্যাতন, সম্পত্তি আত্নসাৎ, অপব্যবহার বা অপব্যয় সংক্রান্ত কোনো ধরনের আচারণ বা কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হইলে পরিদর্শনকারী ব্যক্তি উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবককে অব্যাহতি প্রদানের নিমিত্তে জেলা কমিটি বরাবর অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে জেলা কমিটি নিধারিত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান এবং প্রযোজনে শুনানী গ্রহণ করিয়া বিষয়টির সত্যতা যাচাই করিবে।

(৩) নিয়োগপ্রান্ত অভিভাবককে অব্যাহতি প্রদানের কোনো সঙ্গত কারন থাকিলে জেলা কমিটি ,বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, কারন লিপিবদ্ধ করিয়া নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবককে অব্যাহতি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ধারা ২৩ এর বিধান অনুসরণর্পর্বক নূতন অভিভাবক নিয়োগ করিতে পারিবে অথবা নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যত্নপরিচর্যা ও সুরক্ষার নিমিত্ত সরকারি বা বেসরকারিভাবে অন্য যে কোনো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অভিভাবক জেলা কমিটির মাধ্যমে নবনিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবকের নিকট বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংস্থা,সংগঠন বা ব্যক্তির নিকট তদকর্তৃক গৃহীত ও ব্যয়িত অর্থের হিসাবসহ নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তি ও দান-দেনার হিসাব হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত অভিভাবক নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি অবহেলা, অযত্ন বা নির্যাতন করিলে অথবা তাহার সম্পত্তি আত্নসাৎ, অপব্যবহার বা অপব্যয় করিলে অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন হিসাব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হইলে বা অপারগতা প্রকাশ করিলে উক্তরুপ কর্মকাণ্ড, ব্যর্থতা বা অপারগতার জন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রাস্টের তহবিল, ইত্যাদি

২৬। ট্রাস্টের তহবিল।-(১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে যাহা নিম্নরুপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে,যথা:-

(ক) স্থায়ী তহাবিল এবং

(খ) চলতি তহবিল

(২) এই আইনের অধীন ট্রাস্ট স্থাপনের পর সরকার, যতশীঘ্র সম্ভব, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে উহার অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা(১) এর দফা (ক) এর অধীন গঠিত স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে,যথা:-

(ক) সরকার বা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন দান বা অনুদান; এবং

(খ) উক্তরুপে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

(৪) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোনো দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশ হইতে সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ভাগ অর্থ দরিদ্র, মেধাবী নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি বা উপবৃত্তি এবং দু:স্থ নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যয় করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ;
(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান;
(গ) আর্থিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা;
(ঘ) সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে লটারি পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ;
(ঙ) সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীসহ যে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(চ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী কোনো সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত দান বা অনুদান ; এবং
(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৬। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো নির্দিষ্ট নিউরো - ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন ট্রাস্টের অনুকূলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দানপত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিউরো - ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক সম্পত্তি দান করা হইবে, সেই সকল বিষয়সমূহ বোর্ড কর্তৃক নিশ্চিত হইতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দানকৃত সম্পত্তি হইতে সংশ্লিষ্ট নিউরো - ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাইবে।

(৭) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত চলতি তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরুপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের দৈনন্দিন ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৮) তহবিলের ব্যাংক হিসাব বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৯) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

২৭। বার্জেট।- ট্রাস্ট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরনী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৮। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।-(১) ট্রাস্ট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোটের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ট্রাস্টের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973(P.O.No.2 of 1973) Artical2(1) (b)-তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেট দ্ধারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ- ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিদ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং যে কোনো সদস্য এবং ট্রাস্টের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কর্মকর্তা-কর্মচারী

২৯। ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।- ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্ধারা নির্ধারিত হইবে।
৩০।- ব্যবস্থাপনা পরিচালক।- (১) ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) সরকারের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হইবেন।
(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকতা হইবেন এবং তিনি-
(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;
(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং
(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৩১। প্রতিবেদন।- (১) প্রতি অর্থ বৎসরে ট্রাস্ট কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বালত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন ট্রাস্ট পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে যে কোনো সময়, ট্রাস্ট এর নিকট হইতে যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরনী তবল করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট সরকারের নিকট উহা সরবারহ কারতে বাধ্য থাকিবে।

৩২। ক্ষমতা অর্পণ।- বোর্ড উহার যে কোনো ক্ষমতা চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারপারসন বা অন্য কোনো সদস্য, ব্যবস্থাপরা পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

৩৩। বিধি প্রনয়ণের ক্ষমতা।- সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এই রুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরুপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৩৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মো: আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

১. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালণীয় বিধিমালা, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৭
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
৩. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫
৫. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ট্রাস্ট সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫
৬. Disability, inclusion and development: key information resources, Source, London, UK, 2005
৭. নন্দ ও জামান: ব্যতিক্রমধর্মী শিশু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫
৮. Rahman, N: Rights of the People with Disabilities in Bangladesh, NFOWD, Dhaka, 2005
৯. Our Journey Home, Jean Vanier, Holder & Stoughton Ltd, London, UK, 1997
১০. মানবাধিকার প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, এডিডি বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০২
১১. প্রতিবন্ধিতা ও মানবাধিকার বিষয়ে এসএআরপিভি, এডিডি বাংলাদেশ, কারিতাস, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, সিডিডি ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার ১৯৯৩ থেকে ২০০৭ প্রকাশনা ও হ্যান্ডআউটসমূহ
১২. State of the Rights of Persons with Disabilities In Bangladesh, NFOWD, 2009

প্রবন্ধ

১. জীবন উইলিয়াম গমেজ: দয়া থেকে উন্নয়নের পথে: যেতে হবে অনেক দূর, উন্নয়ন সমীক্ষণ, সিডিআই, কারিতাস, ডিসেম্বর ২০০৬
২. জীবন উইলিয়াম গমেজ: দয়া বা করুণা নয়, চাই দায়িত্বশীল ভূমিকা, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ঢাকা, ৫ এপ্রিল ২০০৬

মানবাধিকার তথ্যসংকলন

A Handbook on Human Rights

তথ্যসংকলনটি সম্পর্কে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) -এর সাথে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার সম্পর্কে অবগত ও সচেতন করাই এই তথ্যসংকলনের উদ্দেশ্য। এটি **টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন** আয়োজিত **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকার'** শীর্ষক প্রশিক্ষণেরই ফসল। কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন -এর সহযোগিতায় ০৮-১০ আগষ্ট ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের ২১টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) এর ২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন; যাদের অধিকাংশই প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাদেরই দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম, নেতৃত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণে সহায়কবৃন্দের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সম্মৃদ্ধ হয়েছে এ প্রশিক্ষণ; যার সমাবেশ ঘটেছে সহায়িকাটিতে।

তাই দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তৃণমূল সংগঠনের উদ্দেশ্যে সহায়িকাটি উন্মুক্ত। আমরা বিশ্বাস করি, **বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা ও সকলের অংশগ্রহণ, তবেই সম্ভব টেকসই উন্নয়ন।** এটি ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট ছোট সংগঠনগুলো যদি সামান্যতমও উপকৃত হয়, আমাদের সকলের পরিশ্রম স্বার্থক মনে করবো। সহায়িকাটির প্রথম সংস্করণ এটি; যা ধাপে ধাপে উন্নয়নে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো। ধন্যবাদান্তে, **টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন।**

About the Handbook

The goal of this Handbook is to increase knowledge and awareness on Human Rights of persons with disabilities, who are involved with the Disabled Peoples Organizations (DPOs). It is an output of the training on 'Human Rights of Persons with Disabilities' organised by **Turning Point Foundation** during 08-10 August 2017 with support from the Commonwealth Foundation. A total of 22 participants from 21 grassroots DPOs participated in the training, most of them were women and with disabilities and men with disabilities. The training was flourished with the long experiences of the participants, along with their struggles and leadership, and also the long experiences of the training Facilitators. All of these have been brought together in this handbook.

Therefore, this handbook is open for all persons with disabilities and grassroots organisations. We are **Striving for Diversity, Equity & Inclusion for Sustainable Development**. If the small organisations around Bangladesh are benefited, even a little bit, utilising this handout, we will think our initiative is successful. It is the first version of its kin and we will welcome your valuable advices whole heartedly to improve it step by step. Thank you, **Turning Point Foundation**.

সহায়িকাটি নিচের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে (The Handbook is available at the following website)

www.turningpointbd.org